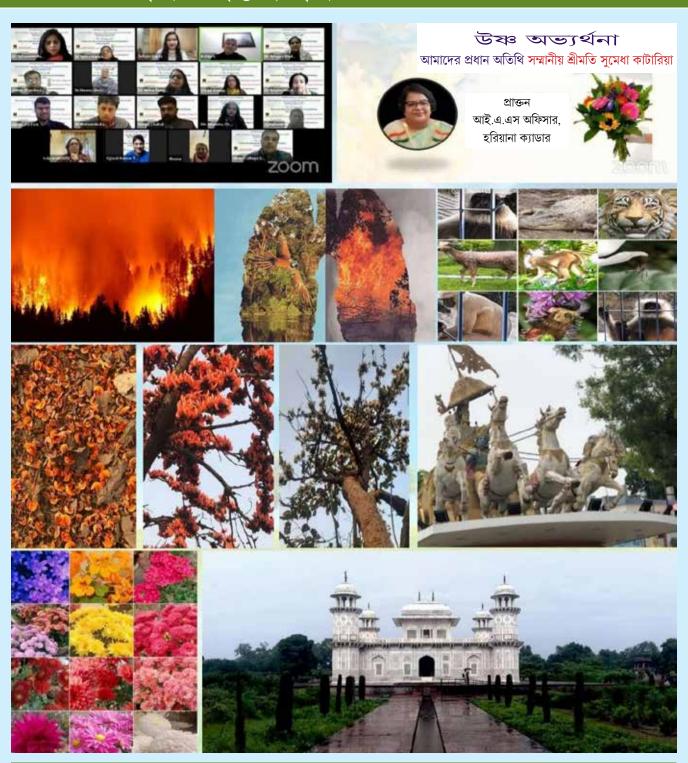


EQPS SISTEMANT

নিউজলেটার

বর্ষ ৪, সংখ্যা ১, জানুয়ারী-মার্চ ২০২৩



যদি আপনি আমাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী হন এবং প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য কিছু করতে চান, আমরা আপনাকে আমাদের সংগঠনে যুক্ত হওয়ার জন্য সাদর আমন্ত্রন জানাচ্ছি একসাথে প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য। আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন:https://stenvironment.org/ এবং লিংকে ক্লিক করে আপনার পছন্দমত সদস্যপদ পছন্দ করুন এবং ফর্ম পূরণ করুন।



আমাদের সম্বন্ধে কিছু কথা

সেভ দ্য এনভায়রনমেন্ট (এস.টি.ই) সংগঠনটির মূল লক্ষ্য সমাজের প্রতিটি স্তরে পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং জল সম্পর্কিত সচেতনতার প্রচার। এটি ১৯৯০ সালের ১৯শে নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত এবং নিবন্ধীকৃত (Registered) হয়ে। গত ৩৩ বছরে এই সংগঠন অনান্য বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে আর্সেনিক-এর কুফল প্রশমিত করা এবং আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল এর প্রসারের কাজ করেছে যাদের মধ্যে আছে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেল্থ (AIIH&PH), ইন্ডিয়া কানাডা

এনভায়রনমেন্ট ফেসিলিটি, DRDO, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি (DST), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (IIM), আমেদাবাদ।

এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য বর্তমান ও তরুন প্রজন্মকে বিভিন্ন পরিবেশ দৃষণের প্রভাব ও কুফল থেকে রক্ষা করা। আমাদের সংগঠন সেভ দ্য এনভায়রনমেন্ট (STE) ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সদর্থক পদক্ষেপ নিয়েছে যার মধ্যে পরবর্তী প্রজন্মকে নিয়ে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক স্তরে সম্মেলন, ওয়ার্কশপ, সেমিনার আয়োজন এবং সচেতনতার প্রচার, পোস্টার প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী এবং ওয়েবিনার উল্লেখযোগ্য।

বিনীত আবেদন

পুরুলিয়া প্রকল্প-এর অধীন "শৌচাগার এবং পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জল সরবরাহ'' প্রকল্প-এর জন্য তহবিল দান করুন

সূধী,

আশা করি সবাই ভাল আছেন।

"একাকী আমাদের সামর্থ খুবই কম; কিন্তু একসাথে আমরা অনেক কিছু করতে পারি"—হেলেন কেলারের এই কথাগুলি সেই দৃঢ় সত্যকে উপস্থাপিত করে যে আমরা সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য সবাই মিলে একসাথে অনেক বড় কাজ করতে পারি। সেভ দ্য এনভায়রনমেন্ট (এস.টি.ই), গবেষণা, সচেতনতা প্রচার এবং সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত একটি রেজিস্টার্ড সোসাইটি যার সদর দপ্তর কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে এবং আমরা এস.টি.ই-তে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সকলের জন্য একটি ভাল এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য কাজ করে চলেছি। (বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন: https://www. stenvironment.org)

আমাদের এই সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসাবে, আমরা "শৌচাগার এবং পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জল সরবরাহ—পুরুলিয়া প্রকল্প" হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা করছি যা পুরুলিয়ার সাবরটোলা, বোনকানালি গ্রাম-এর অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অনগ্রসর সম্প্রদায়ের অভাবী পরিবারগুলির প্রভূত উপকার করবে। দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় বসবাসকারী পরিবারগুলোকে সুষ্ঠু জল সরবরাহ ও নিকাশী ব্যবস্থা না থাকায় চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এটি খুবই লজ্জার এবং সামগ্রিক নগরায়নের পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ করে মহামারী পরবর্তী বিশ্বে, যেখানে সবুজ পরিবেশ, বিশুদ্ধ জল এবং সঠিক স্বাস্থ্যবিধি স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য পরম প্রয়োজন তার বিরোধী। এই পরিপ্রেক্ষিতে, STE সকল মাননীয় পৃষ্ঠপোষকদের অনুরোধ করছে সাবরটোলার বাসিন্দাদের জল এবং স্যানিটেশনের মতো মৌলিক সুবিধাগুলির সুযোগ দিতে আমাদের প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য দয়া করে এগিয়ে আসুন এবং আমাদের সমর্থন করক। আপনার সহৃদয় অনুদান আমাদের প্রচেষ্টাকে সম্পন্ন করতে বড় সাহায্য করবে এবং একসাথে আমরা এই অনগ্রসর সম্প্রদায়ের বেশ কিছু সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের মুখে হাসি আনতে সফল হব।

আমরা আন্তরিকভাবে আপনার সমর্থনের প্রত্যাশায় থাকছি এবং আমাদের প্রচেষ্টায় আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ! বি.দ্র. প্রস্তাবিত কাজের বিবরণ প্যামফ্লেটে দেওয়া আছে। সব দান ৪০G অধীনে নিঃশুল্ক।

এই বিষয়ে যে কোনও কিছু জানার জন্য আমাদের সঙ্গে নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করুন। শ্রদ্ধার সঙ্গে,

যোগাযোগের ঠিকানা:

ফোন: 9871372350; 9830779260 * ইমেল: info@stenvironment.org তহবিল দান করার জন্য অ্যাকাউন্টের বিবরণ:

অনলাইন পেমেন্ট:

অ্যাকাউন্টের নাম: SAVE THE ENVIRONMENT || অ্যাকাউন্ট নং 38041963371 ব্যাঙ্ক এবং শাখা: স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, লেক টাউন, কলকাতা || IFSC কোড: SBIN0001506 বা GOOGLE PAY to: মিসেস ছন্দা বসু; মোবাইল 9830779260



একটি প্রতিবেদন পরিবেশ, জল, কৃষি এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক আর্ন্তজাতিক সম্মেলন (ইওয়াশ-২০২২): সবুজায়নের ভবিষ্যত পরিকল্পনা এবং এস.টি.ই-এর চতুর্থ বার্ষিক সভা

১২-১৩ জানুয়ারী ২০২৩

২০২৩ এর জানুয়ারী মাসে কলেজের রসায়ন বিভাগের আয়োজনে এবং সেভ দ্য এনভায়রনমেন্ট, রয়্যাল সোসাইটি অফ কেমিস্ট্রি, উত্তর ভারত বিভাগ এবং ন্যাশানাল এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সি.এস.আই.আর) এর সহযোগিতায় প্রতি বছরের মত পরিবেশ, জল, কৃষি এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক আর্ন্তজাতিক সম্মেলন (ইওয়াশ-২০২২) অনুষ্ঠিত হল। এই বছর সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল পরিবেশবিশারদদের উৎপাদনশীল বুদ্ধিমন্তার মাধ্যমে সবুজায়নের ভবিষ্যত পরিকল্পনা। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ এবং গবেষকবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত



স্বাগত ভাষণ দিলেন ড. শিপ্রা মিশ্র, আহ্বায়ক, ইওয়াশ ২০২২





পরিকল্পনা যেমন পরিবেশ নীতি পরিকল্পনা ও প্রয়োগ, ভূবৈচিত্র মূল্যায়ন এবং প্রভাব, পরিবেশ অর্থনীতি, টেকসই ভবিষ্যতের জন্য সবুজ রসায়ন প্রভৃতি। বিস্তৃতি আলোচনা প্রমাণ করে একটি সংযুক্ত মঞ্চের প্রয়োজনীয়তার কথা যা গবেষণা করবে বিভিন্ন পরিবেশগত এবং জলবায়ুগত বিষয়ে। আর্ন্তজাতিক বক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোরিয়ার হ্যানয়্যাং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূসম্পদ এবং পরিবেশ প্রকৌশল বিভাগ এর ড. রমেশ কুমার, যিনি ধাতু আয়ন পুনর্ব্যবহারের জন্য ঝিল্লি ভিত্তিক হাইব্রিড প্রযুক্তির বিষয়ে আলোকপাত করেন। মহাকাশ বিকিরন এর কারণে জরা এবং কর্কট রোগের ঝুঁকিবৃদ্ধি এবং সম্ভাব্য প্রশমন কৌশল বিষয়ে আলোচনা করেন ওয়াশিংটন ডিসি-র জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্কোলজি বিভাগের অধ্যাপক শুভঙ্কর সুমন। দুদিনব্যাপী অনলাইন কার্যক্রমে আলোচনা, পোস্টার এবং বক্তব্য ছাড়াও ছিল এস.টি.ই পুরষ্কার বিতরনী উৎসব এবং ছাত্রদের কার্যক্রম। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিবেশের নানা দিক নিয়ে ব্যাপক সাফল্যলাভ করে আগত বক্তা এবং শ্রোতাদের মধ্যে। ভারত এবং বিদেশের ৩৫০ এরও অধিক অংশগ্রহণকারীর যোগদানে অনুষ্ঠানটি অন্য মাত্রা পায়।











এস.টি.ই-এর বার্ষিক পুরষ্কার, ২০২২ অনলাইনে বিতরিত হয় যাদের মধ্যে তাদের তালিকা নিচে দেওয়া হল:

এসটিই ড. এপিজে আব্দুল কালাম পুরস্কার ড. এ.বি. সামুই, ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, পলিমার ও সারফেস ইঞ্জিনিয়ারিং., আইসিটি, মুম্বাই এবং প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক ও বিজ্ঞানী 'জি', এনএমআরএল (ডিআরডিও, অম্বরনাথ)

এসটিই ডাঃ প্রলয় ও বসু আজীবন কাজের সম্মাননা প্রফেসর সম্মিতা সামন্ত, ভাইস চ্যান্সেলর, কেআইআইটি, ডিমড টু বি ইউনিভার্সিটি, ভুবনেশ্বর শ্রীমতি সুমেধা কাটারিয়া, হরিয়ানা ক্যাডারের অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার এবং প্রেরণাদায়ী বক্তা

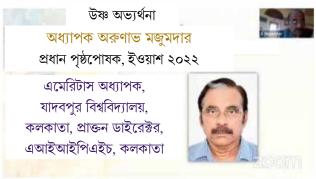
এসটিই আন্তর্জাতিক লক্ষ্যপূরণ পুরস্কার

প্রফেসর সঞ্জয় যোশি, অধ্যাপক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং এমডি ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, পেন স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ

ড. রমেশ কুমার, পোস্টডক্টরাল রিসার্চ ফেলো, ভূসম্পদ ও পরিবেশ কারিগরী বিভাগ, হ্যানিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়, সিওল, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র

ড. কৃষ্ণ শর্মা, রিসার্চ ফেলো, স্কুল অফ রসায়ন, ইউনিভার্সিটি অফ লিডস, যুক্তরাজ্য।

ড. সৈকত কুমার বসু, পিএফএস, এক্সিকিউটিভ রিসার্চ ডাইরেক্টর, লেথবিজ বিশ্ববিদ্যালয়, আলবার্টা, কানাডা ড. সৌম্য ডাবরাল, পণ্য উন্নয়ন বিজ্ঞানী, বিএএসএফ, নেদারল্যান্ডস





এস.টি.ই ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ড

ডঃ নরেন্দ্র সিং, অতিরিক্ত পরিচালক ও বিজ্ঞানী 'এফ',

ডিএইচএআর, ডিআরডিও, ভারত সরকার।

প্রফেসর রাজিন্দর সিং চৌহান, ডিন, সেন্টার ফর লাইফ

সায়েন্সেস, মাহিন্দ্রা ইউনিভার্সিটি, হায়দ্রাবাদ

প্রফেসর শ্রীনিবাস পট্টনায়েক, প্রফেসর, স্কুল অফ

বায়োটেকনোলজি, কেআইআইটি প্রস্তাবিত ডিমড্ বিশ্ববিদ্যালয়,
ভূবনেশ্বর

এস.টি.ই শ্রেষ্ঠ সবুজায়ন পুরষ্কার প্রফেসর শটি শাহ

ডিরেক্টর, এস.ও.আই.টি.এস. এবং প্রফেসর ইন এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ, ইগনু, নয়া দিল্লি ড. মৌলিন পি. শাহ, প্রধান বিজ্ঞানী ও প্রধান, এনভাইরো টেকনোলজি লিমিটেড, অঙ্কলেশ্বর, গুজরাট ড. বিবেক ভার্মা, সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ, আই.আই.টি-কানপুর প্রফেসর মনোজ বি গাওয়ান্দে, সহযোগী অধ্যাপক, শিল্প ও প্রকৌশল বিভাগ। রসায়ন, আইসিটি- মুম্বাই, জালনা মিঃ নাথানিয়েল ভাকুপার ডাকহার পরামর্শক (জল সম্পদ ব্যবস্থাপনা). মু গামা কনসালটেন্টস, নয়া দিল্লী

এসটিই শিক্ষা ও গবেষণায় প্রতিভাবান পুরষ্কার অধ্যাপক সৈয়দ আহমদ, খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ফার্মাকগনোসি এবং ফাইটোকেমিস্ট্রি, বিএনপিএল, জামিয়া হামদার্দ বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি



এস.টি.ই জল পুরস্কার

প্রফেসর পাপিতা দাস, অধ্যাপক, রসায়ন প্রযুক্তি বিভাগ, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, কলকাতা

ড. এমভিএসএস গিরিধর, অধ্যাপক এবং প্রধান, কেন্দ্রীয় জলসম্পদ বিভাগ, আইএসটি, জেএনটিইউ, হায়দ্রাবাদ মিঃ রণবীর তানওয়ার, 'পন্ড ম্যান', পরিবেশবিদ ও TedX বক্তা, জি নয়ডা।

এস.টি.ই মহিলা শ্রেষ্ঠত্ব পুরস্কার

ডাঃ নীরজ ট্যান্ডন, প্রধান অনুসন্ধানকারী, ঔষধি উদ্ভিদ বিভাগ, আই.সি.এম.আর

মিসেস অপর্ণা পূজারি, পরিবেশ-উদ্যোগী, এলিয়া ইকো প্রোডাক্টস, ধারওয়াদ

ড. (মিসেস) এম. জি. সুজানা, প্রধান বিজ্ঞানী, পরিবেশ ও স্থায়িত্ব বিভাগ, সিএসআইআর-আইআইএমটি, ভুবনেশ্বর ড. নূর আফশান খান, প্রধান বিজ্ঞানী, পরিবেশ ও স্থায়িত্ব বিভাগ, সি.এস.আই.আর-আই.এম.এম.টি., ভুবনেশ্বর

এস.টি.ই সেরা ধারনা/উদ্ভাবন/প্রযুক্তি পরিবেশ পুরস্কার ডঃ তপন কুমার রাউত,

প্রধান বিজ্ঞানী, প্রধান প্রযুক্তি বিভাগ, টাটা স্টিল লিমিটেড, জামশেদপুর, ভারত।

অধ্যাপক সুরজ কে. ত্রিপাঠী,

সহযোগী ডিন এবং সহযোগী অধ্যাপক, স্কুল অফ কেমিক্যাল টেকনোলজি, কে.আই.আই.টি, প্রস্তাবিত ডিমড্ বিশ্ববিদ্যালয়, ভুবনেশ্বর। এস.টি.ই তরুণ গবেষক (অনুষদ) পুরস্কার

ডাঃ রাবেয়া পারভীন, সহকারী অধ্যাপক, ফার্মাসিউটিক্স বিভাগ, এস.পি.ই.আর, জামিয়া হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী।

ড. শীর্ষেন্দু ব্যানার্জী, সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অফ কেমিক্যাল টেকনোলজি, কেআইআইটি স্কুল অফ বায়োটেকনোলজি, ভুবনেশ্বর

ড. গৌরব গৌতম, সহকারী অধ্যাপক, ফার্মেসি বিভাগ, আইআইএমটি বিশ্ববিদ্যালয়, মিরাট।

এস.টি.ই তরুণ গবেষক পুরস্কার

শ্রী সায়ন্তন সিনহা, রিসার্চ স্কলার, সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট, আই.আই.টি. গুয়াহাটি।

এস.টি.ই সেরা স্কুলের অধ্যক্ষের পুরস্কার সিস্টার রোজ ফতিমা, এসি, অধ্যক্ষ, কারমেল কনভেন্ট হাই স্কুল, এমএএমসি, দুর্গাপুর

এস.টি.ই শ্রেষ্ঠ শিক্ষক পুরস্কার
সুমিতা চক্রবর্তী, সহকারী শিক্ষক (বাঙলা), হিরেন্দ্র লীলা
পত্রনবীশ স্কুল, কলকাতা।

ড. বৈশালী মিশ্র, বিভাগীয় প্রধান, রসায়ন বিভাগ, আইটিএল পাবলিক স্কুল, দারকা, নতুন দিল্লি

এস.টি.ই এনজিওর জন্য মানবিক পুরস্কার লেটারস্ টু স্ট্রেন্জার্স্+ইভিয়া, প্রযত্নে - শ্রীমতী আরুষি কাটারিয়া, প্রধান কার্যকারী, কুরলা পশ্চিম মুম্বাই

আনন্দের সঙ্গে জানানো হচ্ছে এস.টি.ই একটি শাখা উত্তরাখণ্ডে খোলা হয়েছে এবং কাজ শুরু করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। সবাইকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে কোন সেমিনার, সম্মেলন, সিম্পোসিয়া অথবা অনান্য এস.টি.ই সম্পর্কিত অনুষ্ঠানের জন্য এই শাখা প্রস্তুত। সবাইকে স্বাগতম যাতে আমরা শিখর ছুঁতে পারি।





অ্যান্থিলিয়া

প্রতিবেদনটি লিখেছেন বৃন্দা গুপ্তা

গত ১১ ই জানুয়ারি ২০২৩ সকাল ১০ঃ৩০ থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত হিন্দু কলেজের রসায়ন বিভাগ দ্বারা "সেভ দা এনভায়রনমেন্ট" (এস.টি.ই) এর সহযোগিতায় পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ নিয়ে অ্যান্থিলিয়া নামক একটি কর্মশালা আয়োজিত হয়েছিল। কর্মশালাটি ডিবিটি স্টার কলেজ স্কিমের সহযোগিতায় আয়োজিত হয়। কর্মশালাটি সফলভাবে সংঘটিত হয় আইটিএল পাবলিক স্কুল দারকা দিল্লির ডক্টর বৈশালী মিশ্র এবং মিস মধুপুতের সূচারু পরিচালনায়। নিকর্মশালাটি ছাত্রদের আরও বেশি করে পরিবেশ বান্ধব এবং প্রাকৃতিক পণ্যের ব্যবহার এবং যুক্তিপূর্ণ ভাবনা চিন্তার উন্নতি ও পরীক্ষামূলক কাজকর্মের বিষয়ে আলোকপাত করে। কর্মশালাটি ডঃ বৈশালীর প্রাঞ্চল উপস্থাপনায় ঋদ্ধ হয়। তিনি শুধু পরিবেশবান্ধব এবং কেমিক্যালমুক্ত পণ্যের বিষয়ই আলোকপাত করেননি উপরন্ত সবাইকে উৎসাহ প্রদান করেছেন নিজস্ব স্টার্ট আপ তৈরি করার জন্য। হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়ে ছাত্ররা তিনটে পরিবেশ বান্ধব পণ্য ল্যাবরেটরীতে নিজের হাতে তৈরি করেন। প্রথমটা ছাত্ররা কেমিক্যাল মুক্ত সাবান তৈরি করেন যে সাবানটি টক্সিক কেমিক্যাল যেমন বেডাবেন সালফেট

এন্ড ট্রাইক্লোজেন মুক্ত বরং প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যাতে আমাদের ত্বকের স্বাস্থ্যকে আরো সুন্দরভাবে রক্ষা করা যায়। এই সাবানটি তৈরি হয়েছে সম্পূর্ণভাবে ক্যান্সার, ত্বকের প্রদাহ শুষ্কতার ঝুঁকিকে এড়িয়ে। দ্বিতীয়তঃ ব্যাথা নাশক স্নানের সাবান তৈরি করা হয়েছে বেকিং সোডা সাধারণ লবণ সাইট্রিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য নানা উপাদান দিয়ে। এই ব্যাথা নাশক উপাদানটি যন্ত্রণাকে কমিয়ে দেয় এবং বিভিন্ন শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে এপসম নুন নানারকম ফার্মাসিটিক্যাল প্রভাবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং বিভিন্ন শারীরিক প্রত্যঙ্গকে প্রভাবিত করে। এটি যন্ত্রণা নিবারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এর নার্ভের উপর প্রভাবের কারণে এবং এর যন্ত্রণা নাশক চরিত্রের কারণে পেশির ব্যথায় ব্যবহৃত হয়। সর্বোপরি, মেঝে পরিষ্কারক তৈরি করা হয়েছে পটাশিয়াম অ্যালাম রক সল্ট ক্যামফোর্ড এইসব দিয়ে। এই মেজে পরিষ্কারক যেকোনো রকম টকশিট কেমিক্যাল থেকে মৃক্ত তাই মানব শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই কর্ম ছেলেটি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবল ভাবে উৎসাহিত করে আরও বেশি করে পরিবেশবান্ধব পণ্য ব্যবহারের জন্য। শুধু তাই নয় তাদের উৎসাহিত করে নতুন নতুন স্ট্যাটাস তৈরি করার জন্য এবং একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য। গোটা কর্মশালাটি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে একটা মনে রাখার মত অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।





নীচের লিংকে ক্লিক করে এস.টি.ই-র আজীবন সদস্য হোন

https://stenvironment.org/national/lif-time-member-ship-online



সেভ দ্য এনভায়রনমেন্ট (এসটিই)

(একটি গবেষণা, সচেতনতা এবং সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা)

প্রধান ও রেজিস্টার্ড দপ্তর: ১২, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০ ০৬৩, মোবাইল : ৯৮৩০৭৭৯২৬০ এনসিআর দপ্তর : ফ্ল্যাট নং - ১১০৭, ব্লক ১৭, হেরিটেজ সিটি, এম. জি. রোড, গুরুগ্রাম, মোবাইল : ৯৮৭১৩৭২৩৫০০ ইমেল: save1990env@yahoo.co.in; info@stenvironment.org, ওয়েবসাইট : www.stenvironment.org



স্বাস্থ্যের জন্য ভেষজ উপাদান

প্রতিবেদনটি লিখেছেন বৃন্দা গুপ্তা



দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত হিন্দু কলেজের রসায়ন বিভাগ দ্বারা সেভ দা এনভায়রনমেন্ট (এস.টি.ই) এর সহযোগিতায় ভেষজ থেকে স্বাস্থ্য- পর্যন্ত দ্রাবক ভিত্তিক প্রত্যর্পণ প্রোটোকলের উপর একটি সবিন্যস্ত কর্মশালা আয়োজিত হয়েছিল। কর্মশালাটি ডিবিটি স্টার কলেজ স্ক্রিমের সহযোগিতায় আয়োজিত হয়। কর্মশালাটি সফলভাবে সংঘটিত হয় ডক্টর জিগনি মিশ্রর সূচারু পরিচালনায়। কর্মশালাটি হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের উৎসাহিত করে কৃত্রিম ঔষধির পরিবর্তে ভেষজ ঔষধির অধিক ব্যবহারের জন্য। ভেষজ উপাদানের কারণে চরম পরিবেশগত বিপর্যয় যেমন অত্যন্ত গরম ঠান্ডা অক্সিজেন লেভেল কম পরিস্থিতিতে সহায়ক। ভেষজ চিকিৎসার সবথেকে লক্ষণীয় গুন এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই যেহেতু এগুলি প্রাকৃতিক উপাদান থেকে তৈরি হয়। এই ভেষজ কাঁচামাল গুলি ঘুরিয়ে পাউডার করা হয় এবং তারপর ওজন করে ৫০ শতাংশ ইথানলে মিশ্রিত করা হয়। এই মিশ্রণটি ১৫ মিনিট ঘন করে ইভা পরেটরের সাহায্যে পিউরিফাই করতে হয়।। শোধনের পর এটি নিউট্রাসিউটিক্যালস এর ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল আকারে পরিবর্তিত হয়। এই কর্মশালাটি ছাত্র-ছাত্রীদের শুধুই আরো বেশি করে সিন্থেটিক উপাদানের বদলে ভেষজ উপাদান ব্যবহার করাই উৎসাহিত করে না, উপরন্ত প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর মুখে চোখে এক উজ্জুল সফলতা কৰ্মশালাটিকে অনেকটাই উঁচু মানে নিয়ে যায়।



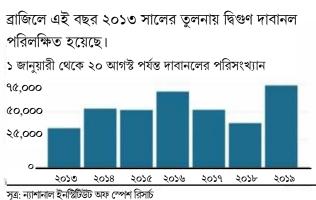


পৃথিবীর ফুসফুস জ্বলছে

মৃত্যুমুখে অ্যামাজন বনাঞ্চল - একটি অপ্রতিরোধ্য ধ্বংসচক্র ডঃ বৈশালী মিত্র

সম্পাদক এস.টি.ই

আমাজন রেইনফরেস্ট পৃথিবীর সর্ববৃহৎ আদিম জঙ্গল। বিস্তীর্ণ সরাসরি জঙ্গল পৃথিবীর সবচেয়ে জীববৈচিত্র্যপূর্ণ অঞ্চল যা গাছপালা এবং গাছে ভরা এবং সমস্ত ধরণের প্রাণী এবং খাঁচা সহ বিজ্ঞানের কাছে অনেক অজানা। পৃথিবীর সব থেকে বেশি জীববৈচিত্র্যে ভরা অঞ্চল বড় বড় গাছ পালাতে পরিপূর্ণ এবং নানা ধরনের এবং নানা আকারের জন্তু-জানোয়ারে পরিপূর্ণ যেগুলো বিজ্ঞানের কাছে আজও অজানা। এটা পৃথিবীর সবথেকে বড় প্রধান জঙ্গল যা দুই মিলিয়ন স্কয়ার মাইলস বিস্তৃত নর্থ সাউথ আমেরিকাতে, ব্রাজিলে এবং কিছুটা পেরু কলম্বিয়া ও অন্যান্য ছটি রাষ্ট্রে। কিন্তু ৫০০ কোটি বছরেরও অধিক পুরনো এই জঙ্গল আজ মানুষের কার্যকলাপে বিপন্নতার মুখে। যার মধ্যে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘটানো কৃষিকাজের প্রসারের জন্য এবং তেল ও গ্যাস, লোহা তামা ও সোনার এর খনিজ কাজকর্মের জন্য। অ্যামাজনের বনাঞ্চলে প্রতি বছরই ঘটে কিন্তু ২০১৯ সালে অ্যামাজনের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল প্রায় ৯৫০০ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সম্মুখীন হয় আগস্ট ১৫ পর্যন্ত। পৃথিবীর সামগ্রিক অক্সিজেন সরবরাহের বিশাল অংশ এই অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত হয় যেটা বিজ্ঞানীরা অতীতে কোনদিন দেখেননি। ব্রাজিলের জাতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ৭৬ হাজারেরও বেশি অগ্নিকাণ্ড নথিভুক্ত করেছেন এই বছরে যেটা পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় প্রায় ৮৪ শতাংশ বেশি। এই বনাঞ্চলের বড় অংশ (৬০%) প্রায় ৬৭০ মিলিয়ন হেক্টরস পৃথিবীর বিশাল পানি জগতের বাসস্থান যেটা আর কোথাও নেই। এই বনাঞ্চলকে প্রায়ই পৃথিবীর ফুসফুস বলে অভিহিত করা হয় কারণ পৃথিবীর অক্সিজেন সরবার এর প্রায় কুড়ি পারসেন্ট এখান থেকেই উৎপন্ন হয়। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পৃথিবীর জন্য কারণ বিশ্ব উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে লড়াই যা বাতাসে কার্বনের পরিমাণকে রাস করবে সেটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।।



কিন্তু প্রাকৃতিক ভারসাম্য হীনতার অন্যান্য ঘটনার থেকে এটা আলাদা এই কারণে যে বিজ্ঞানীরা বলছেন অ্যামাজনের এই অগ্নিকাণ্ড প্রাকৃতিক নয়, বোন ধ্বংসই এর প্রধান কারণ বিশ্ব বন্য যন্ত্র ফান্ড (ডব্লু ডব্লু এফ) ইতিমধ্যেই গবেষণা করে অনুমান করেছেন ২০৩০ সালের মধ্যে অ্যামাজন বনাঞ্চলের প্রায় এক চতুর্থাংশ বৃক্ষ ধ্বংস হয়ে যাবে যদি বর্তমান হারে বনাঞ্চল ধ্বংস চলতে থাকে। অ্যামাজনের এই বনাঞ্চল এই অঞ্চলের এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশ রক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ জটিল ভূমিকা পালন করে। এই জঙ্গলের গাছগুলি বৃষ্টির জলকে তাদের মূলের মাধ্যমে গ্রহণ করে শাখা প্রশাখায় পাঠিয়ে দেয় এবং বাতাসের মধ্যে ছেড়ে দেয় যে পদ্ধতিকে বলা হয় বাষ্পীভবন। গাছগুলি উদ্বায়ী জৈব যৌগগুলিও মুক্ত করে যা বিক্রিয়া করে বড় কণা তৈরি করে এবং এই কণাগুলি মেঘ তৈরি করে আরও বৃষ্টিপাতের দিকে পরিচালিত করে। এই প্রক্রিয়াকে শতকোটি গুণ বড় করে এই অরণ্যের গাছগুলি এবং একটি শক্তিশালী প্রক্রিয়া যা জলকে প্রক্রিয়াকরণ করে এবং বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি করে। সমগ্র ব্রাজিলে এটি কৃষি কাজের সহায়ক হয়। কিন্তু ক্রমান্বয়ে বুনো হ্রাস এবং বনাঞ্চলে অগ্নিকাণ্ড অ্যামাজনের এই জঙ্গলকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে।। বৃষ্টিপাত না হলে ফসলের ক্ষেত জল পাবে না এবং গোড়াগুলি দুর্বল হয়ে যাবে এবং পোকামাকড় কীট পতঙ্গের আক্রমণে বিপর্যস্ত হবে। এই পদ্ধতিতে আমাজন একটা ঘন জঙ্গল থেকে তৃণভূমিতে পরিণত হবে। এই চক্রটা আমাদের হস্তক্ষেপ ছাড়াই হবে। এই ঘটনাটিকেই বনাঞ্চলের মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া বলে।







ফুলের সমারোহে মর্ত্য হয়ে উঠেছে স্বর্গ

সৈকত কুমার বাসু পি এই এস, লেথব্রীজ, অ্যালবার্টা, কানাডা ইমেল: saikat.bama@alumniuleth.ca

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার নয়নভোলানো প্রাকৃতিক ছবির মত দর্শনীয় দৃশ্যপট বা "ফ্রেম অফ দ্য ফরেস্ট (Butea monosperma, Fabaceae)-কে বাংলায় পলাশ বলে অভিহিত করা হয়। মার্চ-এপ্রিল মাসে এই ধরনের লেগুম গোষ্ঠীর গাছগুলি সেজে ওঠে ফুলে ফুলে। সেই সময় এই ফুলের রাজ্য হয়ে ওঠে এক অসাধারণ স্বপ্নের নগরী।

পুরুলিয়ার এই প্রাকৃতিক দৃশ্যপট পর্যটকদের কাছে অতীব আকর্ষণীয়। হাজার হাজার গাছ এই সময়ে রক্তিম বর্ণ ফুলে ফুলে ভরে ওঠে, পাশাপাশি উজ্জ্বল হলুদ রঙের ফুলের সমারোহও দেখা যায় যা সমগ্র দৃশ্যপটকে করে তোলে অতুলনীয়। মূলতঃ তিন ধরনের বিভিন্ন রঙের সমারোহ দেখা যায়। সব থেকে বেশী দেখা যায় লাল রঙ এবং পাশাপাশি হলুদ ও সাদা রঙের ফুলের এই নৈসর্গিক সমারোহ প্রকৃতিতে খুবই বিরল।

পলাশ ছাড়াও, ফ্যাবেসি গোষ্ঠিভুক্ত অনান্য গাছগুলিও যেমন প্রবাল (কোরাল গাছ) (Erythrinia variegata), গুলমোহর (Delonix regia), কৃষ্ণচূড়া (Caesalpinia pulcherrima), অশোক (Saraca indica), সিমুল (Bombax ceiba) এই সময়ে উজ্জ্বল লাল ফুলের সমারোহে দশদিক মাতিয়ে দেয়। এই প্রজাতির গাছগুলি এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

এই অনন্যসুন্দর দৃশ্যপট উপভোগ করার জন্য প্রতিটি মানুষের জীবনে একবার হলেও এই অনন্যসুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে আসা উচিত এবং এই অসাধারন রঙের প্রাকৃতিক ক্যানভাসকে উপভোগ করে জীবন সার্থক করা উচিত। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে আমাদের দেখা দরকার যাতে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে।

আলোকচিত্র: সৈকত কুমার বাসু







এসো হাতে হাত মেলাই সবাই মিলে জল বাঁচাই

যখন পানের জন্য জল থাকবে না তখন সবাই পরিণামের কথা ভাববে



জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপন

সৈকত কুমার বাসু

পি এই এস, লেথব্রীজ, অ্যালবার্টা, কানাডা ইমেল: saikat.bama@alumniuleth.ca



কলকাতার গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার-এর অভিজাত তুরিয়ানন্দ সভাঘরে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০২৩ এই বছরের জাতীয় বিজ্ঞান দিবস আয়োজিত হয়েছিল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েসন অফ বেঙ্গল (এসএবি), দি সোসাইটি ফর সোসিও ইকনমিক এণ্ড ইকলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট (এসইইডি) এবং দি কমপিউটার সোসাইটি অফ ইভিয়া (সিএসআই)র উদ্যোগে।

আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েসন অফ বেঙ্গল (এসএবি)কে খ্যাতনামা বিজ্ঞানসাধকদের সম্মান জানানোর জন্য। যাঁরা এই বছর সম্মান পোলেন তাঁরা হলেন ড. শঙ্কর কুমার নাথ (ক্যানসার বিশেষজ্ঞ), ড. বরুন কুমার দত্ত (গণিতবিদ), শ্রী অকুল বিশ্বাস (সুন্দরবনে পরিবেশবিদ), শ্রী প্রশান্ত কুমার বোস (সাংবাদিক এবং বিজ্ঞান প্রচারক), ড. শ্লেহসিক্ত স্বর্নকার (ক্যানসার বায়োলজিস্ট), ড. রঘুনাথ ভট্টাচার্য (Expert on plasma processing of thin films) এবং শ্রী সৌরভ চক্রবর্তী (তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ)।

এরপর উপস্থিত অতিথিবৃন্দ কর্তৃক কিংববদন্তী ভারতীয় বিজ্ঞানী

অধ্যাপক এ.কে.বড়ুয়ার জীবন ও কর্মের উপর বহু প্রশংসিত একটি বই প্রকাশিত হল।

ড. শুভব্রত রায়চৌধুরী, এসএবি সম্পাদক স্বাগত ভাষন দেন। এরপর উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার-এর সম্পাদক শ্রদ্ধেয় স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ এবং উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন ড. শঙ্কর কুমার নাথ। এরপর বিভিন্ন বক্তা আগস্ট মঞ্চ-র উপর পাণ্ডত্যপূর্ণ ভাষন দিয়ে অনুষ্টানটিকে সমৃদ্ধ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ড. মধুমিতা দুবে (অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেল্থ এণ্ড হাইজিন এর প্রাক্তন ডাইরেক্টর ও অধ্যাপক), ড. সোমনাথ ভট্টাচার্য (এসইইডি এর এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর), শ্রী দেবপ্রসন্ন সিনহা (সিএসআই-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং ফেলো), শ্রী অনুপম বরাল (গীতাঞ্জলী সোলার এনটারপ্রাইজ-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর), ড. শঙ্কর কুমার নাথ (ক্যানসার বিশেষজ্ঞ), ড. স্নেহসিক্ত স্বর্নকার (ক্যানসার বায়োলজিস্ট), ড. পারিজাত চক্রবর্তী (তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ), ড. অনিরুদ্ধ নাগ (এয়ার ইন্ডিয়া এবং সিএসআই-এর গবেষক ও শিক্ষাবিদ), শ্রী প্রশান্ত কুমার বোস, শ্রী গোপী দে সরকার (সাংবাদিক) এবং ড. সৈকত কুমার বাসু (পরিবেশবিদ)।

এই অনুষ্ঠানে অন্যতম আকর্ষণ ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের একটি মনোগ্রাহী তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা যেটি ড. সৈকত কুমার বাসু এবং ড. পারিজাত চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

ডক্টর শুভরত রায়টোধুরী (এসএবি), শ্রী দেব প্রসন্ন সিনহা (সিএসআই), ডঃ অনিরুদ্ধ না (এয়ার ইন্ডিয়া), ডক্টর পারিজাত চক্রবর্তী (এসএবি), শ্রী বিমল সেনগুপ্ত (এসএবি), শ্রী মৃণাল ভট্টাচারিয়া (এসইইডি), ডক্টর স্নেহা ঘোষ, ডক্টর সৈকত কুমার বাসু (এসএবি), শ্রীমতি সুতপা বর্ধন, শ্রীমতি তিলোভমা দে, শ্রীমতি জয়িতা চাকি এবং শ্রীমতি রুমা ঘোষ কাঠোটিয়া (ইসিএইচও)।































উপস্থিত সকলের সহযোগিতায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি ব্যাপক সাফল্যলাভ করে।

সেমিনারটি মূল বিষয় ছিল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে এবং ভারতের সামাজিক উন্নতি সাধনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব। এছাড়াও বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আবিষ্কারের ভূমিকা, ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলনের ইতিহাস, সমসাময়িক বিজ্ঞান এবং ভারতীয় সমাজ, ক্যান্সার গবেষণার সাম্প্রতিক ধারা, রোবটিক এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে আলোচনা হয়।।

তৃণমূল স্তরে কাজ করা এনজিও কর্মীদের গুরুত্ব এবং কুসংস্কার বিরোধী বিজ্ঞানের প্রচার, সামাজিক বৈষম্য এবং তা দূরীকরণে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং শহর ও গ্রামীণ সমাজে সচেতনতা বিষয়ে আলোচনা হয় এবং খুব উৎসাহের সঙ্গে বিতর্ক সংঘটিত হয়। দর্শকবৃন্দ, অংশগ্রহণকারী এবং পুরস্কার প্রাপকগণকে ডক্টর সুব্রত রায়চৌধুরী এবং তার টিম আগস্ট প্লাটফর্মে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং স্বীকৃতি দেন।

আমি আন্তরিকভাবে তাঁদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এই কাজটাকে সমান উৎসাহের সঙ্গে এবং আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাঁদের প্রচেষ্টাকে বিজ্ঞান প্রচার ও কারিগরি প্রচার এর মাধ্যমে আমাদের সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

আলোকচিত্র সৌজন্য সৈকত কুমার বসু





জীববৈচিত্র সংরক্ষণ — একটি অত্যন্ত জরুরী পদক্ষেপ

সৈকত কুমার বসু লেথব্রীজ, অ্যালবার্তা, কানাডা ইমেল: saikat basu alumni.uleth.ca আমরা অর্থাৎ মানব সমাজ আমাদের জীবনযাত্রাকে মসৃণ করার উদ্দেশ্যে বাইরের উপকরণের দ্বারা পরিবেশের বিকৃতি সাধন করে আমাদের গ্রহটাকে প্রমাণ নয় ধ্বংসের মুখে ঠেলে নিয়ে চলেছি। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের আর্থসামাজিক এবং কারিগরি উন্নতির জন্য আমাদের কাজকর্ম প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্যর উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আমাদের কৃষি এবং কলকারখানা থেকে ছড়ানো দূষণ, বনাঞ্চলে অগ্নিকাণ্ড, বোন এবং বন্য প্রাণীর নিবাসের উপর অনধিকার প্রবেশ, গণ সম্পদের ব্যাপক ধ্বংস, বিআইনি বন্য জন্তু পাচার চক্র, তাদের হত্যা, বনাঞ্চল দখল করা, প্রাকৃতিক









সম্পদ যেমন কয়লা তেল- গ্যাস খনিজ বোন মাটির উপরের এবং নিচের জলের ভান্ডার, আবহাওয়া পরিবর্তন বিশ্ব উষ্ণায়ন সমুদ্রের তলবৃদ্ধি গ্রীন হাউস গ্যাস এবং তার প্রভাব ওজোন স্তরের ক্রোমো বৃদ্ধি ভূমিক্ষয় এবং ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধি সামগ্রিকভাবে সারা পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে বিপর্যস্ত করে চলেছে।।

নদী গুলির উপর আমাদের ব্যাপক লুষ্ঠন এবং সাগর ও সামুদ্রিক জঙ্গলগুলিকে ধ্বংস আমাদের সামুদ্রিক ভারসাম্য কেউ নষ্ট করে দিছে। প্রাকৃতিক উপাদানগুলির ব্যাপক হারে নয় ছয় করা এবং দূষণ বৃদ্ধির কারণে ক্রমশ মুয়া খরা দাবানল এবং ভূমিক্ষায় ফসল হানি প্রভৃতি বেড়ে চলেছে। মাটি প্রকৃতিগতভাবেই মাইক্রোফ্লরা এবং ফনাতে সমৃদ্ধ। কিন্তু ক্রমাম্বয়ে ভূমিক্ষয় আমাদের মাটির চরিত্র কে বদলে দিছে এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাস মাইক্রোপ্লাজমা জীবনু যেগুলো মাটির মধ্যে থাকে সেগুলো রাজ পেতে গুরু করেছে এবং প্রতি প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে বিপর্যস্ত করে চলেছে। ভালো তো আমাদের নিজেদের কাজকর্ম এবং অবজ্ঞার জন্য আমরা প্রাকৃতিক ভারসাম্য কে নষ্ট করে চলেছি এবং ক্রমাম্বয়ে অপেক্ষা করে চলেছি এর প্রভাবে ভবিষ্যুতের ভয়ংকর ফলশ্রুতি কে।

জীব বৈচিত্র্য রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং আমাদের দেখতে হবে যাতে আমরা বিভিন্ন ধরনের জীবাণুগুলিকে প্রাকৃতিক ভারসাম্যর মধ্যে নির্দিষ্ট বনাঞ্চলে সংরক্ষিত করতে পারি। এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে বজায় রাখতে পারি। জীব বৈচিত্রের উপর গুরুতর হুমকি এসেছে ক্রমান্বয়ে প্রাণীহত্যা, দূষণ এবং পরিবেশ পরিবর্তনের কারণে। আইইউসিএর এর মতে মোটামুটি ২৫ থেকে ২৭ হাজার ফ্লোরা এবং ফনার প্রজাতি এখন বিরাট ঝুঁকির মধ্যে আছে এবং বিলুপ্ত হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকছে।। এই ঘটনা চক্র মিডিয়া এবং শিক্ষাবিদদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে যাতে আমরা এই বিলুপ্ত প্রজাতি গুলিকে খুব দ্রুত আবার উদ্ধার করতে পারি তাদের নাম এবং চরিত্র সহ। এটা



আশস্কার সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে একটা বড় সংখ্যায় স্থানীয় এবং গোটা পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য ক্রমশই নষ্ট হতে চলেছে।।

আমরা অনেক উদাহরণ আনতে পারি যাতে এটা বোঝা যায় যে কিভাবে সারা পৃথিবীতে জীব বৈচিত্র হানি হচ্ছে। মৌমাছি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক কীটপতঙ্গ সারা পৃথিবীতেই ক্রমশই ব্যাপক হারে কমে যাচ্ছে মূলত মানুষ কর্তৃক বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য।। মৌমাছি পরাগরেণু মিলনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং চাষবাসের জন্য এদের বাঁচিয়ে রাখা খুবই দরকার।। ফুলের প্রজাতির ৮৫ শতাংশের ও বেশি এবং খাদ্যশস্য ও বনসামগ্রী উৎপাদনের মূল কাজ করে মৌমাছি পরাগরেণু ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে।। এছাড় াও বেশি মাত্রায় বিষাক্ত কীটনাশক প্রয়োগের কারণে মৌমাছিরা বিলুপ্ত হচ্ছে মাটির প্রকৃতি বদল হচ্ছে মানুষের আগ্রাসনের কারণে প্রকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে ক্রমশই আমাদের ইমিউনিটি কমছে এবং নানা রকম জীবাণুগত যেমন কলোনী কলান্স ডিসঅর্ডার (সিসিডি) সারা পৃথিবীতে মৌমাছির ব্যবহারে মৃত্যুর জন্য দায়ী হচ্ছে। এই ব্যবসায়িক কৃষিকাজ মৌমাছিদের বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। মৌমাছি এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গের বিলুপ হয়ে যাওয়া মানব সমাজের জন্য চরম ক্ষতিকর।

দানবাকৃতি বন্যহাতি এখন অন্যতম বিলুপ্ত প্রাণী। বনাঞ্চলে এদের বিচরণ কাম্য যাতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে। দুর্ভাগ্যবশত মানুষের লোভের কারণে সারা আফ্রিকা এবং এশিয়ার হাতিদের করিডোর ক্রমাম্বয়ে ধ্বংস হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং চাষবাস কলকারখানা এবং অন্যান্য নাগরিক উন্নতির জন্য ধ্বংস হচ্ছে। অপরিকল্পিত বৃদ্ধি এবং উন্নতি মানুষের স্বার্থপরতা ও লোভ হাতি সহ বন্যপ্রাণীদের বিলুপ্তির অন্যতম কারণ হয়ে উঠছে এবং মানুষের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠছে।



হাতিরা প্রায়শই বনাঞ্চল ছাড়িয়ে মানব সমাজে ঢুকে পড়ছে।

হাতিদের প্রকৃত বাসস্থানের ধ্বংস সাধন ক্রমশই মানুষ আর হাতির সংঘাতের কারণ হচ্ছে কারণ হাতিরা বনাঞ্চল ছেড়ে মানুষের এলাকায় ঢুকে পড়ছে এবং তারা মানুষের দারা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে।। এই অসহায় প্রাণীগুলি মানুষের এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়তে বাধ্য হচ্ছে কারণ তাদের নিজেদের বাসস্থান ক্রমশই মানুষের আগ্রাসনের দ্বারা কমে যাচ্ছে বদলে যাচ্ছে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং তারপরও তাদেরই দোষ দেওয়া হচ্ছে তাদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণের জন্য। এই ধরনের ঘটনাকে এড়িয়ে চলার জন্য আমাদের অবশ্যই বন্যপ্রাণী বেঁচে থাকার অধিকার কে সম্মান করতে হবে এবং হাতিদের চিরাচরিত বিচরণ স্থলকে অক্ষত রাখার চেষ্টা করতে হবে। উপরস্তু এই ঘটনা কে হারানোর জন্য গুরুত্বসহকারে তাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। অপরিকল্পিত এবং বেআইনি অর্থনৈতিক গ্রোথ কেবলমাত্র তাদের ধ্বংস ডেকে আনছে। এখনই আমাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণীর বসবাসের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।

পরিশেষে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি আমাদের এই দায়িত্বজ্ঞানের কাজ কর্মের জন্য আমরা ভয়ানক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি। বহুদিন ধরে আমরা এটা বুঝতে চেষ্টা করছি না। যে কিভাবে আমরা সারা পৃথিবীতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং জীববৈচিত্র্য কে ধ্বংস করে চলেছি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য জনসাধারণকে ব্যাপক হারে শিক্ষিত করা এবং সজাগ করা যাতে তারা এগিয়ে আসা সারা পৃথিবীর পরিবেশগত হুমকি গুলোকে মুখোমুখি হতে পারে।। সমস্ত রকম বেআইনি প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের প্রচেষ্টাকে প্রতিহত





করতে হবে এবং আমাদের পৃথিবীর এই সবুজ অংশটাকে রক্ষা করতে হবে। বিষাক্ত কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহারকে ধ্বংস করতে হবে। পৃথিবীর এই ধ্বংসের জন্য আমরাই দায়ী। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাতে আমরা সবাই একযোগে প্রাকৃতিক দূষণকে রোধ করার চেষ্টা করি। আমরা একসাথে কাজ করার শিখতে না পারলে একটা সাধারন মঞ্চ তৈরি করতে না পারলে পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের ধ্বংসকেও আমরা রক্ষা করতে পারবো না। আমরা প্রত্যেকে হাতে হাত মিলিয়ে আরো উন্নত পৃথিবী গঠনের জন্য জীব বৈচিত্র্যকে রক্ষা করা করবো এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে উপহার দেবো একটা সুন্দর পৃথিবী।





মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ দর্শনকে ফিরে দেখা

নৌরিন আহমেদ পিজি ছাত্রী, ইংরেজী বিভাগ, ভগিনী নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত এবং

সৈকত কুমার বসু লেথব্রীজ, অ্যালবার্তা, কানাডা

ইমেল: saikat basu alumni.uleth.ca

"আমি যে পথে উড়ে যাচ্ছি তা হল নরক, আমি নিজেই নরক" শয়তানের নরকের ধারণার সাথে নরকের এই ধারণার তুলনা করুন এবং তার বিপরীতে যখন তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন মন এটি নিজের জায়গা এবং নিজেই / নরক থেকে একটি স্বর্গ তৈরি করতে পারে, একটি নরক স্বর্গের ..(প্যারাডাইস লস্ট, বই ১, লাইন ২৫৪-২৫৫)

প্যারাডাইস লস্ট, বই I-এ আমরা শয়তানের আপাত বীরত্বপূর্ণ আচরণ দেখতে পাই। তার মধ্যে কেউ লোভনীয় অদম্য চেতনার সন্ধান করতে পারে। শয়তানের চরিত্রটি মিল্টন এমন একটি আভা দিয়ে তৈরি করেছিলেন যা তাকে বীরত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল এবং তাকে প্রায় একজন ট্র্যাজিক নায়কের মর্যাদায় আকৃষ্ট করেছিলেন মিল্টন ইচ্ছাকৃতভাবে, শয়তানের চরিত্রটি এমন উদারতার সাথে এঁকেছিলেন যে সেখান থেকে বক্ররেখার পতনকে চিহ্নিত করতে। প্যারাডাইস লস্ট, বুক IV এর একটি বিল্রান্তিকর সাপের থেকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের।

প্যারাডাইস লস্ট, বই ১, হেল-এ একটি দৈহিক সত্তা ছিল বেশি। শয়তানের মহিমান্বিত এবং অদম্য আত্মা নরকের সিংহাসনে রাজত্ব করতে এবং নরক থেকে একটি স্বর্গ তৈরি করার জন্য দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিল। তিনি সূচনা করেছিলেন যে নরকে রাজত্ব করা ভাল স্বর্গে সেবা করার জন্য। দেখে মনে হচ্ছিল শয়তান তার সমস্ত অনুষদ এবং বিশেষ করে তার যুক্তিবাদী অনুষদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তবে প্যারাডাইস লস্ট, বুক IV-তে, নরকের শারীরিক ধারণাটি আরও সংক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং এটি মনস্তাত্ত্বিক দিককে বেষ্টন করার জন্য এর ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। এর থেকে। শয়তানের অদম্য শক্তি ভেঙ্গে

পড়তে শুরু করে এবং এটি একটি স্ফটিক হিসাবে স্বতন্ত্রভাবে স্পৃষ্ট হয়ে যায় যে এটি জাহান্নাম যা শয়তানকে শাসন করছে। সাপ যেমন তার শিকারকে শ্বাসরোধ করে, জাহান্নাম শয়তানকে শ্বাসরোধ করে। সে নিজেই নিশ্চিত করে "আমিই নরক" নরক বাস করে তার মধ্যে এবং তার মধ্যে। এটি শয়তানের যন্ত্রণাদায়ক এবং গ্রাস করা আত্মাকে আলোকিত করে, যেটি নিজেকে নিজের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে থাকে। সে এমন এক অস্থির অবস্থায় থাকে যেখানে সে নিজেকে আটকে রাখে এবং ক্লাস্ট্রোফোবিক বোধ করে। বিবেকের কণ্ঠ তাকে অনুতপ্ত হতে এবং সন্ধান করার জন্য অনুরোধ করে তার দয়ালু পিতার কাছ থেকে করুণা কিন্তু তার মধ্যে বিদ্বেষ ও ঘৃণার গভীরতা তাকে অনুতপ্ত হতে এবং অনুগ্রহ চাইতে বাধা দেয়। আহত অহংকার এবং লজ্জার বিভীষিকা তাকে নিজের মধ্যেই পিছিয়ে দেয়। আমরা একটি আটকা পড়া আত্মার একটি চিত্র পাই যা মৃক্তির জন্য কাঁদছে কিন্তু পরিত্রাণের উপায়গুলি সংশোধন এবং সংশোধন করতে খুব গর্বিত। 'হতে হবে বা না হতে হবে' প্রশ্নের মধ্যে যে দোলাচল মনটা দুলছে, সেই লাইমলাইট ছুঁড়ে দেয় যে শয়তান ভেঙে পড়ছে। তার মন ও হৃদয় যন্ত্রণাদায়ক এবং ক্ষতবিক্ষত। তিনি হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় আছেন, তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করেন এবং নিজের মধ্যে অনুশোচনার প্রখর রশ্মি অনুভব করেন। "মন তার নিজস্ব জায়গা এবং নিজেই/ নরকের স্বর্গ, স্বর্গের নরক তৈরি করতে পারে" এর চেতনাটি প্যারাডাইস লস্ট, বুক IV-তে শয়তানের প্রথম বক্তৃতায় ছোট ছোট টুকরো টুকরো বলে মনে হয়। তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ, তাঁর শক্তি, করুণা এবং ভালবাসাকে স্বীকার করেন এবং স্বীকার করেন। পরোপকারের নিঃশর্ত ভালোবাসার মুখেও সে তার অবাধ্যতা স্বীকার করে। শয়তানের আপাত শক্তির আচরণ হল একটি মোটা, অপরিশোধিত কাঁচের টুকরো যা মাটিতে স্পর্শ করে এবং ফাটল ধরে। সে তার স্বাধীন ইচ্ছাকে ত্বরান্বিত করে এবং চ্যানেলাইজ করে এবং একটি চূড়ান্ত" তিরস্কারে পরিণত হয় যা মূলত শয়তানের তথাকথিত মহৎ স্কেচের উপর নতজানু করে দেয় L বইয়ের মনস্তাত্ত্বিক নরক তাকে অহংবোধের মধ্যে আটকে দেয়। এটি তার অহংকার থেকে বাষ্পীভূত হয় এবং তাকে একটি দিকে নিয়ে যায় গলি যা অনিয়মিত যন্ত্রণার জন্ম দেয়। এটি একটি ডাইস্টোপিয়ান অবস্থার বংশবৃদ্ধি করে যা তার পতনকে সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র থেকে বিল্রান্তিকর সর্পে পরিণত করে। সে এখন সেই সাপ যে আগে তাকে শ্বাসরোধ করেছিল।

যদি আপনি আমাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী হন এবং প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য কিছু করতে চান, আমরা আপনাকে আমাদের সংগঠনে যুক্ত হওয়ার জন্য সাদর আমন্ত্রন জানাচ্ছি একসাথে প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য। আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন:-https://stenvironment.org/ এবং লিংকে ক্লিক করে আপনার পছন্দমত সদস্যপদ পছন্দ করুন এবং ফর্ম প্রণ করুন।

26



ভারত বলতে আমরা কি বুঝি?

সৈকত কুমার বসু লেথব্রীজ, অ্যালবার্তা, কানাডা

ইমেল: saikat basu alumni.uleth.ca

আমরা ভারত নামক দেশে বাস করি। কিন্তু এটা কি শুধুই এক টুকরো জমি যাতে আমরা বাস করি, এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে একটি জৈব-ভৌগলিক এলাকা? এই কি শুধুই একটা জাতি যে আমরা সবাই বড়ো হই, কাজ করি, বয়সের সাথে সাথে মরে যাই? এটি কি কেবল একটি বিস্তীর্ণ বৈচিত্র্যময় ভূমি যা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে, যা আমরা সবাই মেনে নিই? অতীতে ভারত মানে কি ছিল? আমাদের বর্তমান সময়ে আমরা কীভাবে ভারতকে সংজ্ঞায়িত করব বা অদূর ভবিষ্যতে কীভাবে আমরা দেখতে পাব যে আমাদের বৃদ্ধি হচ্ছে বা উন্নতি হচ্ছে? অন্যথায়, আমরা এই প্রশ্নটিও জিজ্ঞাসা করতে পারি ভারত কি এবং আপনার কাছে ভারত মানে কি?

আমরা যে দেশে বাস করি বা যেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি তার জন্য আমাদের সকলের সম্ভবত ভিন্ন অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি, মিশ্র আবেগ এবং ভালবাসা থাকতে পারে। কিন্তু আসলে আমাদের জন্য ভারতের প্রকৃত অর্থ অন্বেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। ভারত ঐতিহাসিকভাবে একটি বিশাল জাতি যা ঐতিহাসিকভাবে আফগানিস্তানের সীমানা থেকে আধুনিক মায়ানমার পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ভারত মহাসাগরের ওপারে দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা এবং অন্যান্য দ্বীপপূঞ্জ দেশগুলিতে বিস্তৃত। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার পর আজ পর্যন্ত ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক আন্তর্জাতিক সীমানা এখনও অমীমাংসিত। দেশের বিভিন্ন স্থানে রক্তক্ষয়ী নৃশংস যুদ্ধবিগ্রহের পরও যা অমীমাংসিত। ব্রিটিশ ভারতকে ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত করার কঠিন আর্থ-সামাজিক এবং ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা যা অকল্পনীয় মানবিক দুর্দশার দিকে নিয়ে যায়, সহিংস দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, গণধর্ষণ, লুটপাট, অস্ত্রাগার সৃষ্টি এবং নিরপরাধ প্রাণহানির ঘটনা ভারত ও পাকিস্তানের আধুনিক সার্বভৌম রাষ্ট্র হয়ে ওঠাকে চিহ্নিত করে।

ভারতের সীমা বিস্তৃত জৈব-ভৌগলিক অঞ্চল কাশ্মীর (উত্তর) থেকে কন্যাকুমারী (দক্ষিণ) পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে প্রসারিত; এবং কচ্ছের রান (পশ্চিম) থেকে কোহিমা (পূর্ব) পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে, তার অনন্য জাতিগত বৈচিত্র্য, সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং একটি গৌরবময় ইতিহাসে সমৃদ্ধ। ২২টিরও বেশি ভাষা এবং ৫৪০ টিরও বেশি

উপভাষা, অসংখ্য উপজাতি সম্প্রদায়, বনের বাসিন্দা, শহর ও শহরগুলি, গ্রাম এবং গ্রামগুলির সাথে বিস্তৃত একটি দেশ; এবং জাতিগত, সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে কল্পনাতীতভাবে বৈচিত্র্যময় এই দেশটিই একমাত্র দেশ যেটি চারটি বিশ্ব ধর্মের জন্মস্থান, যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এবং শিখ। এছাড়াও বিভিন্ন ধর্মের অন্যান্য প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী যেমন ইসলাম, খ্রিস্টান এবং ইহুদি ধর্মও রয়েছে। বর্তমান ভারতীয় জনসংখ্যার মধ্যে যাঁরা বিভিন্ন অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব করেন। এই দেশ যা এই গ্রহের সপ্তম বৃহত্তম জাতি, ২০৩০ সালের মধ্যে চীনকে ছাড়িয়ে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার দেশ হয়ে উঠবে।

ভারতের একটি গৌরবময় ও সমৃদ্ধশালী অতীত রয়েছে যা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মানবজাতির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ভারতীয় আদিবাসী এবং তাদের গোষ্ঠী, শক, হুন, কুশান, গুর্জার, মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন, আহোমস, নাগা, কুকিদ, ত্রিপুরা লেপচা, গোর্খা মঙ্গোল, গ্রীক, মধ্য এশিয়ান, ইরানি, আফগান, তুর্ক, তিব্বত চীনা, বার্মিজ, সৈয়দ, ইব্রাহিম, লোধী, মুঘল পাঠান, লঙ্কান, ইন্দো-চাইনিজ, নেপালা, ভুটানি, সিকিমিজদের যাদের নিয়েই এক মহান জাতিগত ঐক্য তৈরী হয়েছে। উত্তরে সুউচ্চ হিমালয়, পশ্চিমে মরুভূমি এবং নোনা জলাভূমির সাথে দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য উপদ্বীপ এবং ভারতের উত্তর-পূর্বে সাতটি ভগিনী রাজ্যের সমন্বয়ে বিশাল জাতিগত মিশ্রণ যা জৈবিক, ভৌগলিক এবং জাতিগতভাবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে অবিচ্ছিন্ন। এইভাবে, উদীয়মান ভারত হল একটি বিশাল বাজার এবং করিডোর যা মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্য এশিয়াকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে সংযুক্ত করে, এমন একটি অঞ্চল যেখানে স্থানীয় অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক সুযোগ রয়েছে।

বিশাল জনসংখ্যার চাপ, স্থবির অর্থনীতি, পর্যাপ্ত পরিকাঠামোগত উন্নয়নের অভাব, অর্থনীতির ধীরগতি, উচ্চ স্তরের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব এবং দুর্বল নেতৃত্বের সাথে







বিশ্বাসযোগ্য রাষ্ট্রনায়ক ও দূরদর্শীর অভাব সত্ত্বেও, ভারত সফলভাবে বিশ্বের অন্যতম শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। সস্তা কৃষি পণ্য, ওষুধ, লোহা ও ইস্পাত, কয়লা, বিভিন্ন খনিজ, কাঠের পণ্য, গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল, প্লাস্টিক, অসংখ্য রাসায়নিক শিল্প এবং অন্যান্য শিল্প পণ্য ও সরঞ্জামের জন্য ভারত একটি প্রধান বিশ্ববাজার। দেশের সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদ স্বাধীনতা পরবর্তী দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে টেকসই করে এবং এতে ইন্ধন যোগায় দক্ষ ও অদক্ষ প্রমিক উভয়ের সমর্থন ও কঠোর পরিশ্রম। ভারত তার বিশাল জনসংখ্যা, শিক্ষাগত এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা, উন্নত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদের পরিষেবার জন্য সস্তা মূল্যের কারণে সমগ্র গ্রহের অন্যতম বৃহত্তম কর্মী সরবরাহকারী।

বর্তমানে পৃথিবীতে ভারত চতুর্থ বৃহত্তম সেনাবাহিনীর অধিকারী এবং একটি পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন দেশ, সাতটি মহাদেশের শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। গত চার থেকে পাঁচ দশকে ভারত তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উদারীকরণ নীতির মাধ্যমে ষষ্ঠ বৃহত্তম বিশ্ব অর্থনীতির মর্যাদায় পৌঁছেছে; এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে। আধুনিক শিক্ষার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে যেমন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, পরিসংখ্যান, কৃষি, ফার্মেসি, বায়োটেকনোলজি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, মহাকাশ প্রযুক্তি, কম্পিউটার বিজ্ঞান, বৈদ্যুতিক, ইলেকট্রনিক্স, মেরিন এবং পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং তথ্য প্রযুক্তি, সাংবাদিকতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল; গণযোগাযোগের উপর বিশেষ জ্যোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল; বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন শাখায় ভারত উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে।

সিন্ধু সভ্যতার দিন থেকে ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের একটি গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। অজন্তা, ইলোরা, খাজুরাহো, একোগান্ত, সাঁচি, পুরী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, মহীশূর, চেন্নাই, বাংলা, রাজপুতানা এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য অংশের ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে চিত্রিত স্মারক শিল্পকর্মগুলি যে কোনও শিল্প সমালোচকের এবং শিল্পপ্রেমীর জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক অভিজ্ঞতা। দেশটি শিল্পের অন্যতম সেরা উদাহরণ প্রদান করে.

নকশায় শৈল্পিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। বিখ্যাত সব শিল্পী যেমন গণেশ পাইন, বিকাশ ভট্টাচার্য, নন্দলাল বোস, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকিঙ্কর বেজ, এম.এফ. হুসেন, ওয়াসিম কাপুর। কিংবদন্তী সাংস্কৃতিক মণিষী যেমন রাজা রামমোহন রায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, চৈতন্যদেব, খ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, মূন্সি প্রেমচাঁদ, পি.সি. রায়, সিভি রমন, এফ.সি. বোস, সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা, হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, জে.আর.ডি টাটা, অভিজিৎ বিনায়ক সেন, অমর্ত্য সেন, মাদার তেরেসা, ভীমসেন জোশী, বিরজ্ব মহারাজ, কেলুচরণ মহাপাত্র, লতা মঙ্গেশকর, ভূপেন হাজারিকা এবং অন্যান্য মনিষীগণ ভারতীয় নাগরিক হিসেবে আমাদের গর্বিত করেছেন। তবে একই সঙ্গে ক্রিকেট. হকি. ব্যাডমিন্টন ও কাবাডি বাদে, আধুনিক খেলাধুলার বিভিন্ন শাখায় নিজেকে প্রমাণ করতে ভারতের অভূতপূর্ব ব্যর্থতা একটি বিশাল যন্ত্রণা যা প্রত্যেক ভারতীয় তার পিঠে বহন করে।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে ভারত শুধুমাত্র একটি দেশ হিসেবে নয়, বরং আমাদের সাংস্কৃতিক সচেতনতাকেই প্রতিনিধিত্ব করে। এই প্রাচীন ভূমি ও সভ্যতা আমাদের জীবন ও জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার জন্য বেদ, পুরাণ, উপনিষদ আয়ুর্বেদ, অর্থশাস্ত্র, গীতা, ত্রিপিটক, জাতক, গুরু গ্রন্থ সাহেব এবং অন্যান্য আলোকিত গ্রন্থ ও ধর্মগ্রন্থের জ্ঞান প্রদান করেছে। ভারত একটি বহুমুখী জীববৈচিত্রে ভরা দেশ শুধুমাত্র পাহাড়, উপকূলীয় এবং মোহনা অঞ্চল, দ্বীপ, মরুভূমি, উপদ্বীপ, উষ্ণ ও ঠান্তা মরুভূমি, খোলা তৃণভূমি, ম্যানগ্রোভ, পর্ণমোচী এবং শঙ্কুযুক্ত বন, বন্যপ্রাণীর সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য এবং জীববৈচিত্র্যের মতো অনন্য বাস্তুতন্ত্রের মিশ্রণ নয়; বরং বরং একটি জাতি যে তার সমস্ত বৈচিত্র্য এবং পার্থক্য সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ হয়ে আছে।





গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং ঘটনা

ভি সুইথিঁয়া

জিওলজি বিভাগ

যোগী ভেমানা বিশ্ববিদ্যালয়

কাদাপা, অন্ধ্রপ্রদেশ

ইমেল: Vangalasunitha@gmail.com

জানুয়ারি ৩: আন্তর্জাতিক শরীর মন সুস্বাস্থ্য দিবস



আন্তর্জাতিক শরীর মন
সুস্বাস্থ্য দিবস উদযাপিত
করা হয় এবং এটা একটা
সুযোগ আমাদের শরীর

এবং মনকে নতুন নতুন উন্নতির দারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

৪ জানুয়ারি : বিশ্ব ব্রেইল দিবস

জানুয়ারি ৪ তারিখে বিশ্ব রেন দিবস পালন করা হয় রেলের সম্মানার্থে যিনি ব্রেইল আবিষ্কার করেছিলেন। এই দিনটা এর পাশাপাশি অন্ধ



এবং দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষের স্বাধিকার রক্ষাতেও পালন করা হয়।

৫ জানুয়ারি: জাতীয় পক্ষী দিবস



জানুয়ারি মাসের পাঁচ তারিখে জাতীয় পক্ষে দিবস পালন করা হয় মানুষকে পরিবেশের ভারসাম্য

রক্ষায় পাখিদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সচেতন করার জন্য। এই অনুষ্ঠানটি এভিয়ান ওয়েলফেয়ার কোয়ালিশন যে সংস্থাটি পক্ষীদের প্রতি মানুষের সচেতনতা প্রচার করে।

৬ জানুয়ারী: যুদ্ধ বিধ্বস্ত শিশু দিবস

প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের ৬ তারিখে এই দিনটি পালন করা হয় সেই সব শিশুদের প্রতি যারা যুদ্ধের কারণে নানা রকম ভাবে ক্ষতির শিকার হয়েছে



এবং এই বিষয়ে সমাজের সর্বস্তরে সচেতনতার প্রচার করা হয়।

৮ জানুয়ারি: পৃথিবীর প্রদক্ষিণ দিবস

প্রতিবছর ৮ই জানুয়ারী পৃথিবীর প্রদক্ষিণ দিবস হিসেবে এই দিনটি পালন করা হয় ফরাসি বিজ্ঞানী লিও ফোকাস ১৮৫১ সালে পৃথিবীর



চারদিকে ঘুরছে এটা দেখিয়ে দেন।

৯ জানুয়ারি: অনাবাসী ভারতীয় দিবস অথবা প্রবাসী ভারতীয় দিবস



আন্তর্জাতিক শরীর মন
সুস্বাস্থ্য দিবস উদযাপিত
করা হয় এবং এটা একটা
সুযোগ আমাদের শরীর

এবং মনকে নতুন নতুন উন্নতির দ্বারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

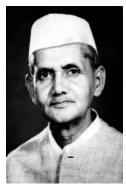
১০ জানুয়ারি: বিশ্ব হিন্দি দিবস

এই দিনটি পালন করা হয় সেই দিনটিকে স্মরণ করে যেদিন হিন্দি প্রথম ১৯৪৯ সালে unga তে ব্যবহার হয়। সেদিনই বিশ্ব



হিন্দু দিবস স্থাপিত হয়। হিন্দি পৃথিবীর তৃতীয় সব থেকে বেশি কথা বলা ভাষা এর আগে একমাত্র ইংলিশ আর মান্দারিন চাইনিজ ভাষা আছে। ৬০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ এই ভাষায় কথা বলে।

১১ই জানুয়ারি লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মৃত্যুবার্ষিকী



স্বাধীনতার পর ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী। তার বিখ্যাত উক্তি, জয় জওয়ান জয় কিষান। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৬৬ সালের ১১ই জানুয়ারি তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। সারা পৃথিবীতে তিনি শান্তির দৃত হিসেবে পরিচিত।

১১ জানুয়ারি: জাতীয় মানব পাচার সচেতনতা দিবস

মানব পাচারের ক্রমবর্ধমান সমস্যার প্রতি সচেতন করার জন্য এই দিনটি পালন করা হয়। এই পাচার চক্রের শিকার মানুষদের অধিকার রক্ষায় এবং এর বিরুদ্ধে সচেতনতার



প্রচারে এই দিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।



১১ জানুয়ারি: জাতীয় যুব দিবস



প্রতি বছর ১২ই জানুয়ারি তারিখে স্বামী বিবেকানন্দ জয়ন্তী পালন করা হয় তাঁর জন্মদিন

হিসেবে। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৬৬ সালের ১২ জানুয়ারি।

জানুয়ারি ১৪: লোহরী উৎসব



কৃষিকাজের মরশুমটা সরকারিভাবে শুরু হয় এই দিনে। উত্তর ১৩ আর ১৪ জানুয়ারি লোহোরি পালিত হয়, মানুষ নৃত্য পরিবেশন করেন বন্ধু এবং পরিবারের সাথে। ক্যাম্পায়ার-এ অংশগ্রহণকারীদের ভুট্টা, চাল এবং গমের বীজ দেওয়া হয়।

১৫ জানুয়ারি : মকর সংক্রান্তি

প্রতি বছর ১৫ই জানুয়ারী মকর সংক্রান্তি পালিত হলেও এবছর এটি ১৪ই জানুয়ারি পালিত হবে যেটা শীতকালীন মরসুমের সমাপ্তি ঘোষণা করে। একইসাথে



এই দিন থেকেই নতুন ফসলের মরসুম শুরু হয় এবং বীজ বোনা থেকে কৃষিকাজ শুরু হয়।

১৫ জানুয়ারি: পোঙ্গল



প্রতি বছর ১৫ই জানুয়ারী এই দিনটি পালিত হয়। ভারতের অন্যতম পরিচিত ছুটির দিন হিসেবে পোঙ্গল

সারা পৃথিবীর তামিল জনগণের মধ্যে মহা সমারোহে পালিত হয়। তামিল সোলার ক্যালেন্ডার এই সময়টাকে পোঙ্গল উৎসব হিসেবে চিহ্নিত করে।

২৩ জানুয়ারী: নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জন্মদিবস

১৮৯৭ সালে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু উড়িষ্যার কটক-এ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ-



এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং ২য় বিশ্বযুদ্ধে কমান্ডার হিসেবে পশ্চিমী বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করেছিলেন।

২৪ জানুয়ারি: বিশ্ব শিশুকন্যা দিবস

প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের ২৪ তারিখে বিশ্ব কন্যা শিশু দিবস পালিত হয়। এই দিনটি ভারতের



কন্যা শিশুদের শিক্ষা, পুষ্টি, আইনি অধিকার, স্বাস্থ্য এবং সর্বোপরি তাদের নিরাপত্তার রক্ষার স্বার্থে পালন করা হয়। ।

২৪ জানুয়ারি: আর্ন্তজাতিক শিক্ষা দিবস



প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের ২৪ তারিখে এই দিনটি পালন করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য সবার জন্য সমান ও উঁচুমানের শিক্ষার দাবিতে সচতন করা।

২৫ জানুয়ারি: জাতীয় ভোটার দিবস

২৫শে জানুয়ারী পালিত হয় 🛎 জাতীয় ভোটার দিবস যেটাকে রাষ্ট্রীয় মতদাতা দিবসও বলা হয়। প্রতিবছর এই



দিনে জাতীয় ভোটার দিবস পালন করা হয় তরুণ প্রজন্মকে রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। এই দিনটি প্রথম পালিত হয়েছিল ২০১১ সালে নির্বাচন কমিশন গঠন করার জন্য।

২৫ জানুয়ারি: জাতীয় ভ্রমণ দিবস



প্রতি বছর ২৫শে জানুয়ারি জাতীয় শ্রমণ দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

ভারতে এই দিনটি পালন করার প্রধান উদ্দেশ্য

ভ্রমণের গুরুত্ব বোঝাতে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান এর গুরুত্ব বোঝাতে জাতীয় সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

২৬ জানুয়ারি: প্রজাতন্ত্র দিবস

ভারত সরকার ১৯৩৫ সালে জাতীয় সংসদ গঠন করেন এবং ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি আমাদের সংবিধান রচিত হয়



একটা গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দিনে দিল্লির রাজপথে বিশাল পদযাত্রা হয়।



১১ জানুয়ারি: লালা লাজপত হায় জন্মদিবস



১৮৬৫ সালের ২৮ জানুয়ারি লালা লাজপত রায় পাঞ্জাবে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন বিখ্যাত জাতীয় মনীষী যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন। তাকে পাঞ্জাব

কেশরী উপাধিতে ভূষিত করা হয় যার মানে পাঞ্জাবের সিংহ। তিনি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৩০ জানুয়ারি : শহিদ দিবস



প্রতি বছর মহাত্মা গান্ধী এবং
তিন ভারতীয় শহিদ বিপ্লবীর
আত্মদানকে শ্রদ্ধা জানাতে এই
দিনটি পালিত হয়। ৩০ জানুয়ারী
১৯৪৮ মহাত্মা গান্ধী নিহত
হয়েছিলেন।

৩০ জানুয়ারি : বিশ্ব কুষ্ঠরোগ দিবস

প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের শেষ রোববার এই দিনটি পালন করার মূল লক্ষ্য একটিও কুষ্ঠ আক্রান্ত শিশু যেন না থাকে। ভূল



চিকিৎসা, এবং ঠিকঠিক চিকিৎসা না হওয়াই এই রোগের প্রাদুর্ভাবের অন্যতম কারণ। এই রোগ নির্মূল করাই মূল লক্ষ্য।

২ ফ্রেক্রয়ারী : বিশ্ব জলাভূমি দিবস



প্রতি বছর ২ই ফেব্রুয়ারী সারা পৃথিবীতে এই দিনটি পালিত হয়। ১৯৭১ সালের ২ ফেব্রুয়ারী ইরানের রামসোর-এ প্রথম জলাভূমি বিষয়ক কনভেনশন আহত হয়। দিনটি প্রথম উদযাপিত হয় ১১৯৭ সালে এবং ২০২০ সালে এই দিন পালনের বিষয় ছিল জলাভূমি ও জীববৈচিত্র।

২ ফেব্রুয়ারী : RA সচেত্রতা দিবস

রিউমাটয়েড আর্থাইটিস সচেতনতা দিবস পালন করা হয় এই দিনে যার মূল লক্ষ্য এই অসুখে ভোগা মান্যজনের মধ্যে



ভোগা মানুষজনের মধ্যে কট্ট নিবারণের জন্য সচেতনতরাত প্রচার ও প্রসার ঘটানো।

৪ ফ্রেক্সারী : বিশ্ব ক্যান্সার দিবস

প্রতিবছর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) দ্বারা এই দিনটি পালিত হয় মূলতঃ মানুষকে এই রোগ সম্বন্ধে সচেতন করে



এবং চিকিৎসার নির্দেশ দিতে। ২০২০ সালে ''আমি এবং আমিই পারব'' শ্লোগানে ব্যক্তিগত শপথ ছিল মূল বিষয়।

৮ ফেব্রুয়ারী : নিরাপদ ইন্টারনেট দিবস



এই দিনটি পালন করার মূল উদ্দেশ্য সকলের সহযোগিতায় ইন্টারনেটকে আরো উপযোগী এবং নিরাপদ করে তোলা

এবং সকলের বিশেষ করে শিশু ও তরুন প্রজন্মের কাছে একে নিরাপদ ও উপযোগী করে তোলা।

১০ ফব্রুয়ারী : জাতীয় ক্রিমি দূরীকরণ দিবস

প্রতি বছর ১০ ফেব্রুয়ারী এই দিনটি পালন করা হয় জাতীয় ক্রিমি দূরীকরণ দিবস হিসেবে। ভারত



সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রক ও পরিবার মন্ত্রকের উদ্যোগে কাজ করা হয় যাতে আমাদের দেশে একটিও শিশু ক্রিমি দ্বারা আক্রান্ত না থাকে।

১১ ফব্রুয়ারি: আর্ন্তজাতিক বিজ্ঞানে নারী ও কন্যা দিবস



এই দিনটি বিজ্ঞানে নারী ও কন্যাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেয় শুধু ক্রেতা হিসেবেই নয় বরং উদ্যোগী হিসেবেও। এই

দিনটির মূল লক্ষ্য নারী ও কন্যাদের সমান ভাবে পূর্ণ উদ্যোগে বিজ্ঞানে সামিল করা।

১২ ফেব্রুয়ারী : ডারউইন দিবস

চালর্স ডারউইন বিবর্তনবাদের প্রবক্তা ১৮০৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী জন্মেছিলেন। প্রতিবছর এই দিন ডারউইন দিবস হিসেবে



পালিত হয় গাছপালা ও বিবর্তনবাদের উপর অধ্যয়ন করার লক্ষ্যে।



১২ ফেব্রুয়ারী: জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস



ভারতের উৎপাদনশীলতাকে আরোও উন্নত করার প্রচেষ্টায় প্রতি বছর এই দিনটি পালন করা হয়। দ্য ন্যাশানাল

প্রডাক্টিভিটি কাউন্সিল (NPC) এই দিনটিকে নানা থিমের মাধ্যমে উদযাপিত করে।

১৩ ফেব্রুয়ারী : বিশ্ব বেতার দিবস

World Radio Day



13 February

এই দিবসের লক্ষ্য জনসাধারণের মাঝে ও সংবাদমাধ্যমে বেতারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদেরকে বেতারের মাধ্যমে তথ্য যেন সলভ্যতা নিশ্চিত করা।

১৩ ফেব্রুয়ারী : সরোজিনী নাইডু জন্ম বার্ষিকী

সরোজিনী নাইডু, ভারতের নাইটিঙ্গেল এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দার্শনিক পণ্ডিত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়



এবং মাতা বরোদা সুন্দরী দেবী হায়দ্রাবাদে তাঁকে ১৮৭৯ সালের ১৩ই ফব্রুয়ারী পৃথিবীতে আনেন।

১৪ ফব্রুয়ারী : বিশ্ব মৃগীরোগ দিবস



সারা বিশ্বে আর্গুজাতিক মৃগীরোগ দিবস সর্বদাই পালিত হয় প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সোমবারে। এই বছর এই দিনটি পড়েছে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ভ্যালেন্টাইন ডের দিনেই।

২০ ফব্রুয়ারী : সামাজিক ন্যায়বিচার দিবস

সারা পৃথিবীতে এই দিনটি পালিত হয় ২০ ফেব্রুয়ারী তারিখে। এই দিনটি পালনের প্রধান



উদ্দেশ্য সামাজিক ন্যায়বিচারকে দারিদ্র দূরীকরণের জন্য কাজে লাগানো।

২১ ফ্রেক্রয়ারী : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

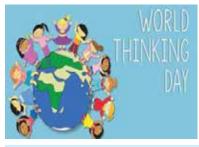
প্রতিবছর সারা বিশ্বে এই দিনটি পালিত হয় আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস





হিসেবে। এই দিনটিতে মূলতঃ বিভিন্ন ভাষার মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস করা হয়.

২২ ফব্রুয়ারী : আর্ন্তজাতিক চিন্তা দিবস



প্রতি বছর ২২শে ফেব্রুয়ারী সারা বিশ্বের ১৫০টি দেশের গার্ল স্কাউট ও গার্ল গাইডরা পালন করে আর্ন্তজাতিক চিন্তা দিবস।

২৭ ফব্রুয়ারী: বিশ্ব এনজিও দিবস

এই দিনটি পালনের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত অলাভজনক এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গুলিকে (এনজিও) এবং



তাদের সঙ্গে জড়িত মানুযগুলোকে যাদের নিরলস প্রচেষ্টা সমাজের কাজে লাগে, মান্যতা দেওয়া, শ্রদ্ধা জানানো এবং উদযাপিত করা।

২৮ ফ্রেক্সারি: জাতীয় বিজ্ঞান দিবস



১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারী বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানী স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটারামন রামন এফেক্ট আবিষ্কার করেছিলেন যার

জন্য ১৯৩০ সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছিলেন। এই দিনটিকে স্মরণে রেখে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালিত হয়।

২৮ ফব্রুয়ারি : বিরল রোগ দিবস

এই দিনটি পালনের মূল উদ্দেশ্য বিরল রোগে যে সকল মানুষ আক্রান্ত তাদের এবং তাদের পরিবারের জীবনে সদর্থক পরিবর্তন আনা। এইসব রোগীদের সচেতন করে তাদের জীবিকার বিভিন্ন পথনির্দেশ করাও এই দিনের অন্যতম লক্ষ্য।





১ মার্চ : বৈষম্য শূন্য দিবস



সারা পৃথিবীতে এই দিনটি পালিত হয় যাতে প্রত্যেক নাগরিক বয়স, লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ. উচ্চতা

নির্বিশেষে সমমর্যাদাপূর্ণ আচরণ প্রাপ্ত হয়। এই দিনের প্রতীক মৌমাছি। ১ মার্চ ২০১৪ জাতিসঙ্ঘ এই দিনটি প্রথম পালন করে।

১ মার্চ : বিশ্ব অসামরিক প্রতিরক্ষা দিবস



প্রতি বছর এই দিনটি পালন করা হয় অসামরিক প্রতিরক্ষা দিবসের তাৎপর্যকে জনমানসে সচেতন করা এবং তাদের প্রয়াস.

আত্মত্যাগ এবং দুযোর্গ মোকাবিলায় তাঁদের অবদানকে মনে রেখে। ICDO প্রথম ১৯৯০ সালে এই দিনটি পালন করেন।

১ মার্চ : স্ব আঘাত সচেতনতা দিবস

সারা পৃথিবীতে ১ মার্চ এই দিনটি পালন করা হয়। SELF-INJURY পামে দাঁডানো এবং তাঁদের পরিবার পরিজন,



শিক্ষাবিদ এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের স্ব আঘাতকৃত মানুষদের সাহায্য করার কাজে উদ্দীপিত করা।

৩ মার্চ : বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস



প্রতি বছর এই বিশেষ দিনে বিশ্বের বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদকূলের রক্ষার্থে গৃহীত আলোচনা সভা সহ নানা রকম পদক্ষেপ। বিশ্বের বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদকুলের প্রতি গণসচেতনতা বৃদ্ধি করাই হল এই দিবসের মূল লক্ষ্য।

৩ মার্চ : বিশ্ব শ্রবণ দিবস

প্রতি বছর ৩ মার্চ এই দিনটি বিশ্ব শ্রবণ দিবস হিসেবে উদযাপিত হয় যার মূল লক্ষ্য বধিরতা প্রতিরোধ করা এবং শ্রবণক্ষমতার বিশ্বজুড়ে প্রসার ঘটানো।



৪ মার্চ : জাতীয় নিরাপত্তা দিবস

ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ ৪ মার্চ এই দিনটি পালন করে। এই দিনটি পালনের মূল



লক্ষ্য জনগণকে দৈনন্দিন জীবনে আর্থিক ক্ষতি, স্বাস্থ্য সমস্যা সহ নানা বিপদ থেকে প্রতিরোধের উপায় নির্ধারন করা।

৪ মার্চ : রামকৃষ্ণ জয়ন্তী



হিন্দু চন্দ্র ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ফাল্কন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে জন্ম নেন রামকৃষ্ণদেব। প্রতি বছর

সমস্ত রামকৃষ্ণ মঠ এই দিনটি পালন করে। তাঁর কথায় জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

৮ মার্চ : আর্ন্তজাতিক নারী দিবস

৮ মার্চ বিশ্বজুড়ে নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক কৃতিত্বকে উদযাপন করা



হয়। এই দিন শপথ নেয় লিঙ্গবৈষম্য দুরীকরণ করার। সারা পৃথিবীতে বেগুনী রঙটি বিশ্বনারীর প্রতীক। ২০২৩ এ এই দিনটির বিষয় DigitALL অর্থাৎ বিজ্ঞান, প্রযুক্তিক্ষেত্রে লিঙ্গসমতা।

৯ মার্চ : ধুমপান বিরোধী দিবস

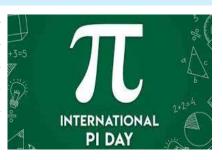


প্রতি বছর মার্চ মাসের দ্বিতীয় বুধবার পালিত হয় দিনটি। এই বছর ৯ মাৰ্চ দিনটি পডেছে। এই দিনটির উদ্দেশ্য জনমানসে

ধুমপানের ব্যবহারে ক্ষতিকর প্রভাব এবং সারা পৃথিবীতে মানুষকে ধুমপান ত্যাগ করার পক্ষে সচেতনতা প্রচার করা।

১৪ মার্চ : পাই দিবস

প্রতি বছর ১৪ই মার্চ সারা বিশ্বে পাই দিবস পালিত হয়। পাই একটি গাণিতিক সূচক যা একটি বিশেষ চিহ্ন দ্বারা সূচিত হয়।





২১ মার্চ : আন্তর্জাতিক বন দিবস



ইউরোপিয়ান কনফেডারেশন অফ এগ্রিকালচার-এর ১৯৭১ ঐ ২৩তম অধিবেশনে আন্তর্জাতিক বন দিবস

ঘোষণা করা হয়। এই দিনে সকল প্রকার বনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বৃক্ষ রোপণ অভিযান করা হয়।

২১ মার্চ : বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস



বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস প্রতি বছর ২১ মার্চ, ২০১১ সালে উদযাপন শুরু হয়। ২১ তম ক্রোমোজোমের ট্রিপ্লিকেশন

(ট্রাইসোমি) এর স্বতন্ত্রতা বোঝাতে মার্চের ২১ তম দিন (বছরের ৩য় মাসের) নির্বাচন করা হয়েছিল যা ডাউন সিনড্রোমের কারণ।

২১ মার্চ : বিশ্ব কবিতা দিবস

ইউনেস্কো ২১ মার্চ ১৯৯৯ তারিখটিকে বিশ্ব কবিতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এই দিবস পালনের উদ্দেশ্য হল বিশ্বব্যাপী



কবিতা পাঠ, রচনা, প্রকাশনা ও শিক্ষাকে উৎসাহিত করা। ইউনেস্কোর অধিবেশনে এই দিবস ঘোষণা করার সময় বলা হয়েছিল, "এই দিবস বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কবিতা আন্দোলনগুলিকে নতুন করে স্বীকৃতি ও গতি দান করবে।"

২২ মার্চ : বিশ্ব জল দিবস



বিশ্ব জল দিবস হল
জলের গুরুত্বকে তুলে
ধরার জন্য জাতিসংঘ
কর্তৃক বার্ষিকভাবে
উদযাপিত একটি দিন
(সর্বদা ২২ মার্চ)।

১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ সাধারণ সভা ২২ মার্চ তারিখটিকে বিশ্ব জল দিবস বা বিশ্ব পানি দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলনের (ইউএনসিইডি) এজেন্ডা ২১-এ প্রথম বিশ্ব জল দিবস পালনের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়। প্রতি বছর বিশ্ব জল দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার যে কোনো একটি বিশেষ কর্মসূচি পালন করে থাকে।২০২৩ সালের পানি দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়- "পানি ও স্যানিটেশন সংকট সমাধানে ত্বরান্বিত পরিবর্তন'।

২৩ মার্চ : বিশ্ব আবহাওয়া দিবস

প্রতি বছর ২৩ মার্চ পালন করা হয় বিশ্ব আবহাওয়া দিবস। আবহাওয়া সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই পদক্ষেপ। এই দিনই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ব



আবহাওয়া সংস্থা (ওয়ার্ল্ড মেটেরিয়োলজিক্যাল অর্গানাইজেশন)।

8 মাৰ্চ : বিশ্ব যক্ষা দিবস (World TB Day)



প্রতি বছর ২৪ মার্চ যক্ষ্মা দিবস হিসেবে পালন করা হয় যেদিন ড. রবার্ট কোচ যক্ষ্মার জীবাণু আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন।

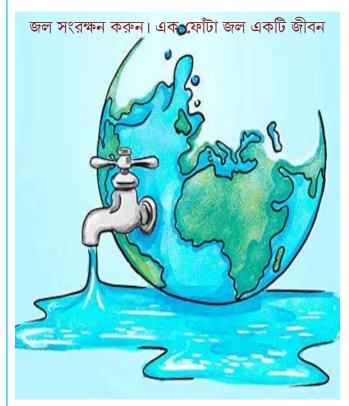
এই দিবস যক্ষ্মা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করে।

২৬ মার্চ : মুগীরোগ দিবস

প্রতি বছর ২৬ মার্চ মৃগীরোগ এর বেগুনি দিবস পালিত হয়। এই দিনটি পালন করা হয় মৃগীরোগ ও জনজীবনে তার প্রভাব বিষয়ে



সচেতনতার উদ্দেশ্যে। এই দিনটি মৃগীরোগ আক্রান্তদের বার্তা দেয় তাঁরা একা নন, সবাই তাঁদের পাশে আছে।







সেভ দ্য এনভায়রনমেন্ট (এসটিই)

(গবেষণা, সচেতনতা এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি সমিতি)

একটি প্রতিবেদন || আর্ন্তজাতিক নারী দিবস || ৮ মার্চ ২০২৩

এসটিই প্রেরণা সম্মান বিজয়ী

তারিখ : ১২ই মার্চ, ২০২৩ সময়: ১০:০০ - ১:০০

মঞ্চ: গুগল মিট

আহ্বায়ক : ড. শিপ্রা মিশ্রা, সভাপতি এসটিই, প্রাক্তন অতিরিক্ত

ডাইরেক্টর, DIPAS, DRDO

সহ-আহ্বায়ক : ড. ছন্দা বসু, সাধারন সম্পাদক, এসটিই, সাংগঠনিক সম্পাদক : ড. অ্যাঞ্জেলিনা টাইটাস, Pharm D

Intern, STE আজীবন সদস্য

ড. জিগনি মিশ্র : প্রকল্প সহযোগী, IARI & E.C. সদস্য, STE

এসটিই প্রেরণা সম্মান ২০২৩ প্রাপক

ড. জ্যোতি শর্মা: বিজ্ঞানী ও ডাইরেক্টর, ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি, ভারত সরকার।

শ্রীমতি দীপশ্রী দাস সরকার: সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজী বিভাগ, মার্গারিটা কলেজ, আসাম

ড. বর্ণালী ঘটক : প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, SBH ইলেক্টোক্লাউড প্রাইভেট লিমিটেড. কলকাতা।

সকাল ঠিক দশটায় অধিবেশন শুরু হয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড.
অ্যাঞ্জেলিনা টাইটাস-এর উষ্ণ বর্ণময় স্বাগত ভাষন দিয়ে। এর
পর STE র কাষকর্ম নিয়ে একটি ভিডিও উপস্থাপনা পরিবেশিত
হয়। এই বছর আর্ন্তজাতিক নারী দিবসের থিম ছিল DigitALL
অর্থাৎ বিজ্ঞান, প্রযুক্তিক্ষেত্রে লিঙ্গসমতা। STE সভাপতি ড.
শিপ্রা মিশ্রা তাঁর স্বাগত ভাষণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা
নিয়ে তাঁর মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন।

প্রথম প্রেরণা সম্মান প্রাপক, ড. জ্যোতি শর্মার পরিচয় তুলে ধরার পর তাঁকে সম্মানিত করা হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে নারীদের অবদান বিষয়ক তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও কাযকর্মের জন্য। ড. জ্যোতি দর্শকমণ্ডলীকে উৎসাহিত করেন স্মাতক পরবর্তী তাঁর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কাজকর্মের কথা বলে। ম্যাডাম এই ক্ষেত্রে তাঁর উত্তরসূরী তরুনীদের উৎসাহিত করেন।

দিতীয় প্রেরণা সম্মান প্রাপক শ্রীমতি দীপশ্রী দাস সরকার কে সকলের সঙ্গে পরিচিত করার পর তাঁকে সম্মানিত করা হয় আসামের ১৮টি বিভিন্ন জনজাতির শিশুকন্যাদের শিক্ষা এবং স্থনির্ভর করার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও কাযকর্মের জন্য। শ্রীমতি সরকার তাঁর মূল্যবান অভিজ্ঞতা দর্শকদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। জানান, কিভাবে তিনি শতাধিক কণ্যাকে ঋতুকালীন স্বাস্থ্য, গার্হস্থ্য হিংসা এবং আইনি সহায়তা বিষয়ে সচেতন করেন, সূতির ন্যাপকিন তৈরী এবং আরোও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর কাজের কথা।

তৃতীয় প্রেরণা সম্মান প্রাপক ড. বর্ণালী ঘটককে সকলের সঙ্গে পরিচিত করার পর তাঁকে সম্মানিত করা হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য। ড. ঘটক তাঁর কৃতিত্ব কিভাবে চাষীদের, বৈদ্যুতিক শ্রমিকদের এবং অনান্যদের উপকার করেছে সে বিষয়ে অবহিত করেন।

এ ছাড়াও ব্রহ্মকুমারী একতা চালগেরীর একটি অনুপ্রেরণামূলক ভাষনেরও বন্দোবস্ত করা হয়। একতা ম্যাডাম আমাদের জানান কিভাবে ছোট ছোট বিষয়কে উৎসাহিত করে সর্বক্ষেত্রে সদর্থক পথে নিয়ে যাওয়া যায়। তিনি সবাইকে মেডিটেশানএও উৎসাহিত করেন।

ড. জিগনি মিশ্র তাঁর উৎসাহব্যাঞ্জক বক্তব্য এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।



ড. জ্যোতি শর্মা

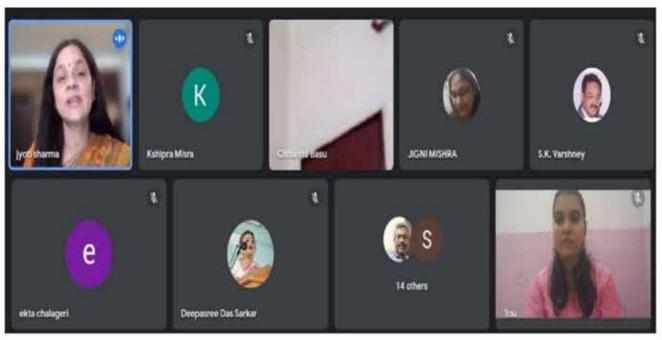


শ্রীমতি দীপশ্রী দাস সরকার



ড. বৰ্ণালী ঘটক









সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে

প্রিয় পাঠক.

প্রকৃতি সংরক্ষণ—ব্রৈমাসিক নিউজলেটার-এর ৪র্থ বর্ষের ১ম সংখ্যায় আপনাকে স্বাগত জানাই। এই সংখ্যায় যে যে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে—আর্ন্তজাতিক প্রকৃতি (জল, কৃষি, স্বাস্থ্য) সম্মেলন (ইওয়াশ-২০২২), একটি সবুজ ভবিষ্যতের পরিকল্পনা এবং এসটিই-র ৪র্থ জাতীয় মিট যেটা অনুষ্ঠিত হয় ১২ এবং ১৩ জানুয়ারী, জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপন (২৮ ফেব্রুয়ারী) এবং আর্ন্তজাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ ২০২৩)।

জানুয়ারী থেকে মার্চ ২০২৩ এর মধ্যে যে বিশেষ দিবসগুলি পালিত হয়েছে তাও এই সংখ্যায় অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। এ ছাড়াও প্রকৃতি বিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ সংযোজিত হয়েছে বর্তমান সংখ্যায়।

আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই লেখকদের প্রত্যেককে যাঁরা তাঁদের তথ্যবহুল এবং প্রেরণাদায়ক লেখা দিয়ে এই নিউজলেটারটিকে সফল করে তুলেছেন।

আমি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই এসটিই সভাপতি ড. শিপ্রা মিশ্রা, সম্পাদকীয় বিভাগের সব সদস্য এবং শ্রী জ্ঞান কাশ্যপকে এই সংখ্যাটি সাজিয়ে তোলার জন্য।

ড. বৈশালী মিশ্র সম্পাদক, এসটিই

সম্পাদকমগুলী

ডাঃ বৈশালী মিশ্র সম্পাদক (ইংরেজি) সেভ দ্য এনভায়রনমেন্ট, এইচওডি রসায়ন, আইটিএল পাবলিক স্কুল দ্বারকা, নতুন দিল্লি ইমেল: drvaishalimishra2019@gmail.com

ফোন: +919868490662

শ্রীমতি তৃপ্তি শ্রীবাস্তব হিন্দি সম্পাদক, সেভ দ্য এনভায়রনমেন্ট এনজিও, সংস্কৃত/হিন্দি শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত), বসস্ত ভ্যালি স্কুল, নতুন দিল্লি

ইমেইল: tripti1179@gmail.com

ফোন: +919899224654

ডাঃ সৈকত কুমার বসু সম্পাদক (ইংরেজি ও বাংলা), সেভ দ্য এনভায়রনমেন্ট এনজিও পিএফএস, লেথব্রিজ আলবার্টা কানাডা; ইমেইল: saikat.basu@alumni.uleth.ca ফোন: +1 (403) 894-4254 সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্যরা

ডাঃ শিপ্রা মিশ্র সভানেত্রী, সেভ দ্য এনভায়রনমেন্ট, প্রাক্তন অতিরিক্ত পরিচালক, ডিআরডিও, দিল্লি ইমেইল: kmisra99@yahoo.com; ফোন: 9871372350

মিসেস মধু শর্মা
ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কনসালটেন্ট - ২০০৯ সাল থেকে
মধ্যপ্রাচ্যের ব্রিটিশ কোম্পানিগুলির ফ্রিল্যান্সার লিড এবং টিম
ইন্সপেক্টর। প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞান গ্লোবাল কনসালটেন্স।
ওয়েবসাইট https://ggcindia.org। ফোন: 9849077963।
ইমেইল: madhusharma227@gmail.com:

ইমেইল: madhusharma227@gmail.com: Madhu. Sharma@education-consultant.in

ডাঃ জিগনি মিশ্র গবেষণা সহযোগী, সেভ দ্য এনভায়রনমেন্ট, ইমেইল: jignimishra@gmail.com, ফোন:+918447522389

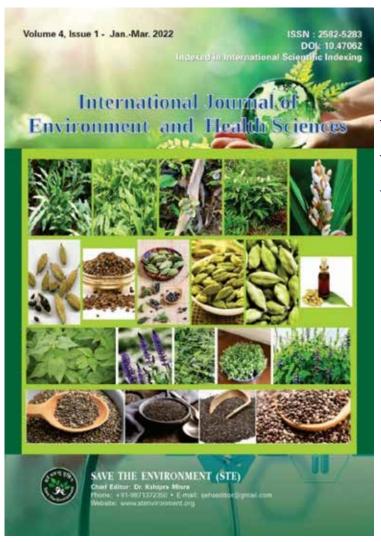
ডঃ অনুজা ভরদ্বাজ আজীবন সদস্য, সেভ দ্য এনভায়রনমেন্ট, গুরুগ্রাম, ভারত। ইমেল: anujabhardwaj75@gmail.com, ফোন: +91-9971544026



পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়ক আন্তর্জাতিক জার্নাল-এর জন্য লেখা আহ্বান

এই জার্নালটি প্রকাশ করেছে সেভ দ্য এনভায়রনমেন্ট। ই-মেইলে আপনার পাণ্ডুলিপি পাঠান বিবেচনার জন্য। লেখকদের অবশ্যই তাদের ফরওয়ার্ডিং লেটারে ঠিকানা, যোগাযোগের নম্বর এবং ই-মেইল আইডি উল্লেখ করতে হবে। প্রকাশের আগে সংশোধনের জন্য প্রুফ পাঠানো হবে। লেখাটি মৌলিক এই মর্মে একটি অঙ্গীকার লেখক দ্বারা স্বাক্ষরিত হবে।

আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হেলথ সায়েন্সেসের জন্য DOI তালিকাটি এখন Crossref, অফিসিয়াল ডিজিটাল অবজেক্ট আইডেন্টিফায়ার (ডিওআই) থেকে পাওয়া যাচ্ছে। জার্নালটি এখন ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্টিফিক ইনডেক্সিং (আইএসআই) তে সূচিত করা হয়েছে।



আরোও জানার জন্য প্রধান সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন:

ijehseditor@gmail.com or

visit our website:

www.stenvironment.org



পরিবেশ সচেতনতার বিষয়ে অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স







কোর্সের খুঁটিনাটি

কোর্সের নাম: এনভায়রনমেন্ট এডুকেশন ও সচতেনতা (সিইইএ)

কোর্স সংখ্যা: ইইএ-০১-২০২৩

সংস্থা : হিন্দু কলেজ এবং সেভ দ্য এনভায়রনমেন্ট (এসটিই)

কোর্সের খরচ : ২,৫০০ টাকা

ক্লাসের বিন্যাস : অনলাইন

কোর্সের সময়সীমা: ৬ সপ্তাহ

সর্বমোট লেকচার : ১২

ক্লাসের দিন: সপ্তাহান্ত (শনি ও রবিবারগুলি)

ক্লাসের সময়: বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা

ক্লাসের সময়কাল: মোটামুটি দেড় থেকে দু ঘন্টা (অনলাইন)

শিক্ষকের এক ঘন্টা লেকচার শেষে ১৫-২০ মিনিট প্রশ্ন-উত্তর পর্ব এবং ছাত্র/অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে মতবিনিময় ভাষা - ইংরাজী

> কোর্সে যোগ দেওয়ার নির্দেশাবলী তথ্যগুলি যত্নসহকারে পড়ার পর রেজিস্ট্রেসান ফর্মটি ভর্তি করুন। লিঙ্ক নিচে দেওয়া হল।

> > https://forms_gle/zWtsvat8Zq8jVwDz7

রেজিস্ট্রেসান ফর্ম জমা নেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ই জুন ২০২৩, রাত্রি ১১.৫৯ পর্যন্ত। কোর্সটি শুরু হবে ১লা জুলাই ২০২৩ বিকেল ৫টায়।











এসটিই বার্ষিক পুরস্কার ২০২৩ (মনোনয়ন এবং আবেদনপত্র আমন্ত্রণ করা হচ্ছে) শেষ তারিখ ৩১ শে জুলাই, ২০২৩

কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবদানের বিশিষ্টতা বোঝানোর জন্য বাস্তব প্রতীক এসটিই-র বার্ষিক পুরষ্কারগুলি।। এটি তাদের উৎসাহ বাড়িয়ে তোলে যারা বিজ্ঞান ও সমাজসেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের উৎকর্ষ, দক্ষতা এবং সমাজের জন্য কাজকর্মের মাধ্যমে। বিজ্ঞান ও সমাজের জন্য এই ধরনের অসাধারণ কার্যকলাপের স্বীকৃতি তাঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য এবং তাঁদের সম্মান জানানোর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসটিই এই ধরনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নিম্নলিখিত বিভাগে পুরস্কার এবং সম্মান প্রদান করে:

এসটিই ড. এপিজে আব্দুল কালাম পুরস্কার

এসটিই ডঃ প্রলয় ও বসু আজীবন কাজের জন্য পুরস্কার

এসটিই আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি পুরস্কার

এসটিই ফেলোশিপ পুরস্কার

এসটিই সবুজ উৎকর্য পুরস্কার

এসটিই মেধাবী পুরস্কার শিক্ষা ও গবেষণায় শ্রেষ্ঠত্বের জন্য

এসটিই জল পুরস্কার

মহিলা শ্রেষ্ঠত্ব পুরস্কার

এসটিই পরিবেশ পুরস্কার সেরা ধারণা/উদ্ভাবন/প্রযুক্তির জন্য

সেরা ধারণা/উদ্ভাবন/প্রযুক্তি তরুণ গবেষক (অনুষদ-Faculty) পুরস্কার

এসটিই তরুণ গবেষক পুরস্কার

এসটিই সেরা স্কুলের অধ্যক্ষ পুরস্কার

এসটিই শ্রেষ্ঠ শিক্ষক পুরস্কার

এসটিই মানবিক পুরস্কার এনজিওদের জন্য

আরোও জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন www.stenvironment.org/ste-awards/





যদি আপনি আমাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী হন এবং প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য কিছু করতে চান, আমরা আপনাকে আমাদের সংগঠনে যুক্ত হওয়ার জন্য সাদর আমন্ত্রন জানাচ্ছি একসাথে প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য। আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন:-https://stenvironment.org/ এবং লিংকে ক্লিক করে আপনার পছন্দমত সদস্যপদ পছন্দ করুন এবং ফর্ম পূরণ করুন।



ডাঃ বৈশালী মিশ্র সম্পাদক (ইংরেজি) এসটিই নিউজলেটার, ইমেল: drvaishalimishra2019@gmail.com



শ্রীমতি তৃপ্তি শ্রীবাস্তব হিন্দি সম্পাদক, এসটিই নিউজলেটার, ইমেইল: tripti1179@gmail.com



ডাঃ সৈকত কুমার বসু সম্পাদক (ইংরেজি ও বাংলা), এসটিই নিউজলেটার, ইমেইল: saikat.basu@alumni.uleth.ca

সেভ দ্য এনভায়রনমেন্ট (এসটিই)

(একটি গবেষণা, সচেতনতা এবং সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা) প্রধান ও রেজিস্টার্ড দপ্তর: ১২, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০ ০৬৩, মোবাইল : ৯৮৭১৩৭২৩৫০, ৯৮৩০৭৭৯২৬০

ইমেল: save1990env@yahoo.co.in; info@stenvironment.org, ওয়েবসাইট : www.stenvironment.org